(বনবীর)

ভয়ানক-রৌদ্র-বীর-হাস্য-করুণ-রসাশ্রিত

ঐতিহাসিক নাটক।

প্রণেতা

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়,

THE GREAT TRAGIC-COMEDIAN OF THE DAY.

(*The Indian Mirror.*)

"ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়, ৬২।৬৩ শ্লোক)

"त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामःक्रोधस्तथा लोभः——————"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭শ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

১২৯৯

মূল্য দশ আনা।

কলিকাতা,

২০ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে
শ্রীরজনীরঞ্জন রায় দ্বারা প্রকাশিত
ও
৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।

"Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake : for theirs is the kingdom of heaven."—MATT. v. 10.

রাজধাত্রি পান্না ! নিঃস্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি পান্না ! কোথায় তুমি ? এক দিন ছিলে এই মহা-ভূমি ভারতভূমির অঙ্কশোভি চিতোরে, এখন তুমি কত দূরে ? স্বর্গে ? না না, স্বর্গেরও যদি স্বর্গ থাকে, তবে তুমি সেই পবিত্রাদপি পবিত্র ভুবনে। মানুষ যখন স্বর্গকামনায় পৃথিবীতে ধর্ম্মাচরণ করে, সেই ধর্ম্মাচরণে কপটতা ও স্বার্থপরতা না থাকিলে স্বর্গে যায়, তখন বোধ হয়, আবার সেই স্বর্গ হ'তে তদপেক্ষা উচ্চতর আর একটি স্বর্গে যাইবার জন্য,

সেথায় অলৌকিক ধর্ম্মাচরণ করে, করিয়া শেষে কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু, পান্না! তুমি এই পৃথিবী-তেই অলৌকিক ধর্ম্মাচরণ করিয়া, পরের পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য, নিজের জীবনসর্ব্বস্ব একমাত্র পুত্রকে রাজরক্তপিপাসু বনবীরের তীক্ষ্ণধার ছুরিকামুখে অর্পণ করিয়াছ। এই তো এত বড় পৃথিবী, তুমি ছাড়া এ পৃথিবীর কে—কোথায়—কবে এমন সুদুর্লভ স্বার্থশূন্যতার অপার্থিব দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছে? তাই বলিতেছি, এই মর্ত্ত্য-ভূমি পৃথিবীকে তুমি দেবভূমি প্রথম স্বর্গ করিয়া গিয়াছ; সুতরাং এক্ষণে তুমি একেবারে স্বর্গাদপি স্বর্গে, প্রিয়তম পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, কর্ম্ম-নিয়ন্তা লীলাময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিঃস্বার্থ-পরতারূপ পুষ্পমালা সাজাইতেছ।

পান্না, এক দিন তুমি মানবী আকারে রাজ-ধাত্রী ছিলে, এক্ষণে দেবী আকারে জগদ্ধাত্রী।

তুমি হেন রাজধাত্রী, তুমি হেন জগদ্ধাত্রী যে ভারতের, তোমার সেই ভারতেরই আমরা। ভারতের পরার্থপরা পান্না, তুমি এক্ষণে ভগবান্‌কে পরার্থপরতা-পুষ্পমালায় পূজা করিতেছ, কিন্তু তোমার ভারতের আমরা-হেন স্বার্থপর মানব আজ কি দিয়া তোমার পবিত্র আত্মার পূজা করিব, খুঁজিয়া পাই না; তবে তোমারই অলৌকিক স্বার্থশূন্যতা ও পরার্থপরতার অপূর্ব্ব চিত্রোঙ্কিত আমার এই যৎসামান্য "বনবীর নাটক" রূপ সৌরভবিহীন ক্ষুদ্র ফুলটি দিয়া, তোমার পরম পবিত্র আত্মার পূজা করিলাম।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৯ সাল।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	২৩	কমলীরে	কমলমীরে
৩৩	৭	(শুনিয়া শশব্যস্তে)	বিক্রম। (শুনিয়া শশব্যস্তে)
৩৯	৩	চিতোর রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যান।	চিতোর—রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যান।
৪৫	১৫	মহায়াণাকে	মহারাণাকে
৭২	১৯	সাহসে বুক বেঁধে চ'লে যাও।	সাহসে বুক বেঁধে চ'লে যাও। খুব সাবধান, উদয়কে মহারাণার হত্যার কথা ব'লো না।
৯৫	শীর্ষ	তৃতীয় অঙ্ক—ষষ্ঠ দৃশ্য।	চতুর্থ অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য।

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

বিক্রমজিৎ (বিক্রমাদিত্য) ... মিবারের মহারাণা।
উদয় ... .. বিক্রমজিতের কনিষ্ঠ সহোদর।
বনবীর ... বিক্রমজিতের জ্ঞাতিভ্রাতা।
করমচাঁদ রাও .. প্রধান সর্দ্দার (প্রধান সেনাপতি)।
জগমল রাও ... করমচাঁদ রাওয়ের পুত্র ও সর্দ্দার (সেনাপতি)।
জয়সিংহ বালীয় ... ... সর্দ্দার (সেনাপতি)।
জৈমুসিন্দিল সিংহ ... ... সর্দ্দার (সেনাপতি)।
শিকরবল ... ...রাজসহচর।
মাণ্ডলিক ... মিবার (মেওয়ার) ভীলগণের অধিপতি।
চন্দন ... ... রাজধাত্রী পান্নার পুত্র।
সাগর বারী (বারী—নাপিত) ... উদয়ের ভৃত্য।

রাজপুত বালকগণ, অন্যান্য সর্দ্দারগণ, প্রহরিগণ, মেওয়ার ভীলগণ, পূজারী ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

শীতলসেনী বনবীরের মাতা।
পান্না ... রাজধাত্রী।

পরিচারিকা ইত্যাদি।

বনবীর

রৌদ্রবীরহাস্যকরুণরসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—দুর্গপার্শ্বস্থ ময়দান।

রাও করমচাঁদ, জয়সিংহ বালীয় ও জৈমুসিন্দিল।

জয়। রাও সাহেব, আপনি যাই বলুন, আর সহ্য হয় না। যে রাজা মানীর মান বোঝেন না, তাঁ'র মঙ্গল কে ইচ্ছা করে? অপমানিত হৃদয়ে কি কখন সহানুভূতি জাগ্রত হয়?

করম। জয়সিংহ, স্থির হও। চাঞ্চল্যে মনে অসুখেরই প্রাদুর্ভাব।

জয়। এ অসুখের কণ্টক নিরাকৃত না ক'লে চাঞ্চল্য কখনই যাবে না।

করম। বৃদ্ধের কথা রাখ——

জয়। মহাশয়, ক্ষমা করুন, নিদারুণ অপমান—অসহ্য

অপমান। রাজপুতহৃদয় কোমল নয়, কঠিন; যখন এ হেন কঠিন হৃদয়ে আঘাত লেগেছে, তখন বুঝুন, বিক্রমজিৎ কিরূপ অপমান ক'রেচেন।

করম। কি ক'র্‌বে বল, মহারাজ সংগ্রামসিংহের গৌরবের জন্যও তো তাঁ'র পুত্র বিক্রমজিৎকে সম্মানের চক্ষে দেখ্‌তে হবে।

জয়। আপনি বলেন কি, রাও সাহেব! বিক্রমজিৎ পদে পদে আমাদের একশেষ অপমান ক'র্‌বে, আর আমরা কাপুরুষের ন্যায়, স্ত্রীলোকের ন্যায়, তার সম্মান ক'র্‌বো!

জৈমু। বাস্তবিক, অপমানের প্রতিশোধ অপমানেই হওয়া চাই।

করম। তুমিও কি জয়সিংহের হৃদয়ের সঙ্গে নিজের হৃদয় মিশিয়েছ?

জৈমু। শুধু আমি নই, রাও সাহেব, মিবারের সমস্ত সর্দ্দাররাই ঘোরতর অপমানিত, পশুবৎ লাঞ্ছিত।

করম। হাঁ, আমি তা জানি, কিন্তু সুবোধ প্রজার উচিত—নির্ব্বোধ রাজাকে ক্ষমা করা।

জয়। আপনি রাজাকে ক্ষমা করুন্, স্নেহ করুন্। আমরা আর রাজসভায় যাবও না, কথা কবও না, তাঁকে দেখ্‌বও না।

করম। সে কি! তোমরা সকলে বিক্রমজিৎকে পরিত্যাগ ক'ল্লে, তাঁর কি আর রক্ষা আছে? কর্ণধারবিহীন নৌকা কিরূপে পরপারে যাবে? গুর্জ্জরের সুলতান বাহাদুর, আহত ভুজঙ্গের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন ক'চ্চে। সে এই সুযোগে আবার চিতোর আক্রমণ ক'র্ব্বে, চিতোরের রাজসিংহাসন চিরকালের

জন্য, হয় তো যবনাধিকৃত হবে। তোমাদেরেই জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি তাই নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দেখ্‌বে? আমরা বিক্রমজিতের পিতা সংগ্রামসিংহকে যখন মহাসঙ্কটে পরিত্রাণ করেচি, তখন আমাদের হৃদয়ে যে মহানুভাব, ঔদার্য্য, হিতৈষণা জাগ্রত ছিল, আজও তো তাই আছে। আমরা তো সেই রাজপুত— যাঁ'র পিতাকে রক্ষা করেছি, তাঁকেও রক্ষা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? যদিও অল্পবুদ্ধিবশতঃ বিক্রমজিৎ উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত, অবিমৃষ্যকারী হ'য়ে সামান্য মল্ল, সামান্য পদাতিক সেনাদলকে অযথা গৌরব প্রদর্শন ক'চ্চেন, আমাদের ন্যায় সম্মান্য সর্দ্দার-দের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে, অপমান ক'চ্চেন, তাতে আমাদের ক্ষতি কি? চিতোররক্ষা, ক্ষত্রিয়-মুকুটরক্ষাই আমাদের জীবনের ব্রত হওয়া কর্ত্তব্য। মানীর মান কি কেউ কুবাক্যে অপনয়ন ক'ত্তে পারে? ভস্মলেপনে কি মহাদেবের গৌরব যায়? বজ্রপাতে অটল পর্ব্বতচূড়া টলে না। এস, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করি, বিক্রমজিৎকে ধর্ম্মত সদুপদেশ দি, না শোনেন, সকলে চিতোরনগর পরিত্যাগ ক'রে, আপনাপন দেশে প্রস্থান ক'র্‌বো।

বেগে জগমলের প্রবেশ।

জগ। এই যে, পিতা মহাশয় এখানে, আপনারাও এখানে।

করম। তোমার মুখভাব, স্বরচাঞ্চল্য দেখে, আমার সন্দেহ হচ্চে। শীঘ্র বল, বৎস, কি হয়েছে?

জগ। রাণা বিক্রমজিৎ আপনাকে যথেচ্ছ কটূক্তি ব্য

করেচে। কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় আমি সহ্য করেচি, নৈলে আজ এই তীক্ষ্ণ তরবারি সেই দুর্ম্মুখ নরাধমের কণ্ঠরক্তে রঞ্জিত হ'তো।

জয়। দেখুন, রাও সাহেব! তবুও আপনি——অপমান সইতে হয়, আপনি স'ন, আমরা চ'ল্লেম। (গমনোদ্যোগ)

করম। (বাধা দিয়া) না না না, যেয়ো না, বৃদ্ধের কথা শোনো।

জয়। এখানে না, আপনার গৃহে গিয়ে শুন্‌বো।

করম। না না। স্থির হও। (উভয়ের হস্তধারণ) জগ-মল! রাণা এখন কোথায়?

জগ। যমালয়ে যেতো, কেবল আপনার মুখ চেয়ে এখনও চিতোরে।

করম। ছি ছি! রাজা দেবতাস্বরূপ, অমন কথা ব'ল্‌তে নেই।

জগ। রাজা দেবতা বটে, কিন্তু বিক্রমজিৎ রাজকুলের কলঙ্ক—পিশাচ—দেবধামে দৈত্য!

করম। রাজনিন্দা মহাপাপ।

জগ। স্বীকার করি, কিন্তু পিতৃনিন্দা কি, পিতা?

করম। বিক্রমজিৎ নির্ব্বোধ, আমার পুত্রও কি তাই? (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্‌চে?

জগ। সেই জীবন্ত নরক!

করম। (বিরক্তভাবে) আবার ঐ কথা!

বিক্রমজিৎ ও শিকরবলের প্রবেশ।

করম। চিতোরপতি মহারাণার জয়!

শিকর। (স্বগত) আমলো, সর্দ্দারগুলো এখানে জমায়েৎ হয়েচে। জগমলটাও যে দাঁড়িয়ে আছে। তা ভালই হ'ল, আরও রাগ বাড়াই, আমার কলের পুতুলকে নাচাই। (প্রকাশে) চলুন, নরনাথ, ও দিকের ময়দানে সৈন্যদের কুচ কাওয়াজ দেখ্‌বেন।

বিক্রম। না, শিকরবল, এই খুব উপযুক্ত স্থান।

শিকর। আজ্ঞে না, এখানে মহামান্য সর্দ্দারগণ দণ্ডায়মান। ওঁদের সম্মুখে সামান্য পদাতিকদের আদর অভ্যর্থনা করাটা ভাল কি?

বিক্রম। কেন ভাল নয়? সর্দ্দারদের এতে অপমান বোধ হয়, পা আছে অন্য দিকে চ'লে যান। আমার ইচ্ছা, মল্লদের নিয়ে, পদাতিকদের নিয়ে লীলাযুদ্ধ ক'র্‌বো, আদর ক'র্‌বো।

জয়সিংহ। (জনান্তিকে) শুনুন, রাও সাহেব, শুনুন একবার।

করম। (জনান্তিকে) স্থির হও, বীরবর, স্থির হও। আমার বোধ হয়, হয় মহারাণার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েচে, নয় তো কোন স্বার্থপর দুষ্টলোকের পরামর্শে, ইনি এরূপ নির্ব্বোধ বালকের ন্যায় বাক্যব্যয় ক'চ্চেন। তা যাই হোক্, এখন আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়, চল অন্যত্র প্রস্থান করি। তাই তো, দিন কএকের মধ্যে মহারাণার এ কি চিত্তপরিবর্ত্তন! চল সকলে। (বিক্রমজিতের প্রতি) জয় হোক্, চিতোরপতি!

(গমনোদ্যোগ)

শিকর। (স্বগত) আ-গেলো যা! গুটি গুটি পা বাড়ায়

যে! বুড়োটা কি ফুস্ মন্তর ঝাড়্লে আর অম্নি গুড় গুড় ক'রে সকলের পা চ'ল্লো। উহুঁ, চ'লে গেলে চ'ল্‌বে না। (প্রকাশে) রাও সাহেব, আপনারা যাচ্চেন কি?

করম। হাঁ।

শিকর। আজ্ঞে, একটু অপেক্ষা করুন্। পদাতিকদের কুচ কাওয়াজটা একবার দেখে যান। মহারাণা অনেক যত্নে এদের লড়াই শিখিয়েচেন। চিতোররক্ষায় এরা বড় কাজে আস্‌বে। আপনারা চিরকালটা হাতিয়ার হাঁক্‌রে লড়াই ক'রেচেন, এখন বিশ্রাম করুন।

বিক্রম। না না, তুমি কিছুই জান না। সর্দ্দাররা নূতন মল্লপদাতিকদের ঘৃণা করেন। শুধু তাই নয়, আমাকেও যৎ-পরোনাস্তি ঘৃণা করেন।

সর্দ্দারগণ। (একবাক্যে) কখনই না।

বিক্রম। প্রতি মুহূর্ত্তে।

করম। আমরা রাজাকে দেবতা ব'লে পূজা করি।

বিক্রম। তাই আপনার পুত্র জগমল রাও এই কতক্ষণ পূর্ব্বে আমায় নারকী ব'লেছিল।

করম। হাঁ জগমল, তুমি এরূপ অপভাষা ব্যবহার ক'রেছ?

জগ। না, পূজ্যপাদ পিতা!

বিক্রম। তুমি মিথ্যাবাদী।

করম। শিকরবল, তুমি এর কিছু জান?

শিকর। (স্বগত) শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। খুঁজে খুঁজে বুড়ো আচ্ছা লোককে মধ্যস্থ পাক্‌ড়েচে।

করম। চুপ ক'রে রইলে কেন? বল না, কিছু জান?

শিকর। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" গোছ কি কথা ব'লেছিলেন, বুঝ্‌তে পারিনি।

করম। তবু।

শিকর। এই অবু তবু।

জগ। কি তুমি উন্মাদের ন্যায় ব'ক্‌চো? সকল কথা শুন্‌তে পাও, আর আমার কথা কানে যায় নি?

শিকর। গিয়েচে।

জগ। তবে বল না। রাজভয়ে কি ভীত হয়েছ?

শিকর। হাঁ, আপনি এই কথা যেন ব'লেছিলেন, নারকীরাও আমাদের চেয়ে অনেক সম্মান্য।

বিক্রম। তবে ও কথার অর্থ কি? নারকী আমার মল্লগণ, পদাতিকগণ, তবে আমিও নারকী হ'লেম না?

জগ। না, মহারাজ, তা অর্থ নয়। এর প্রকৃত অর্থ—আমরা সর্দ্দাররা এক দিন চিতোরে যথেষ্ট সম্মান পেয়েচি, এখন সে সম্মানে বঞ্চিত, সুতরাং মানীর মান গেলে, সে নারকী জীবের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

বিক্রম। এখন ও কথা বলা নিষ্ফল।

শিকর। এ কর্ম্মফল—কর্ম্মফল। কথাটা কতকটা দ্ব্যর্থক হয়ে পড়েচে, তা পড়ুকগে। মহারাজকে কি ওঁরা নারকী ব'ল্‌তে পারেন? তা যদি আপনি আপনার তরফে ও কথাটা টানেন, তবে জগমল বাহাদুরকে ক্ষমা করুন। রাজা যে দেবতা, ক্ষমাতেই তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

জগ। কি? ক্ষমা? বিনাপরাধে ক্ষমা? যে অপরাধী, সেই ক্ষমাপ্রার্থী। আমি অপরাধী নই, ক্ষমাও চাই না।

বিক্রম। হাঁ, তুমি অপরাধী, ক্ষমার অধীন।

জগ। আমি না আপনি?

বিক্রম। আমি অপরাধী!

জগ। হাঁ, আপনি আমার পিতৃনিন্দাকারী। ক্ষমাপ্রার্থনা আপনারই উচিত।

বিক্রম। কি? আমি তোমার পিতার নিন্দাকারী?

জগ। আপনি আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে বৃদ্ধ গর্দ্দভ ব'লেচেন।

বিক্রম। আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও। আজ থেকে চিতোরে তোমার স্থান নেই।

জগ। আমিও আর এ নরকে থাকৃতে ইচ্ছা করি না। কেবল বৃদ্ধ পিতার কথায়, মাথা হেঁট ক'রে, এত অপমান সহ্য ক'চ্চি।

বিক্রম। ওঃ! কি মান, তার অপমান!

জয়। মহারাণা! এই কি আপনার রাজযোগ্য বাক্য?

বিক্রম। তুমিও জগমলের সঙ্গী হও।

জৈমু। মহারাণা, একটু বিবেচনা ক'রে——

বিক্রম। তুমিও জগমলের পথের পথিক হও।

করম। মহারাণা!

শান্ত কর ক্রোধ, মানহ প্রবোধ,
অবোধ সমান কেন আজ
করিতেছ উন্মত্তের কাজ?
চিরশুভাকাঙ্ক্ষী মোরা তব,
যাহা কহি, যাহা কব,

সকলি তোমার হিতে।
ক্রূর নহি—শঠ নহি—কপটও নহি।
বিপন্ন পিতারে তব অরণ্য মাঝারে
আশ্রয় দিয়েছি আমি,
জান তুমি সে ঘটনা।
করিতাম যদি প্রবঞ্চনা,
সঙ্গসিংহ পিতা তব,
লভিত কি কভু রাজসিংহাসন ?
তুমিও পেতে কি কভু ?
সরলে সরল হও,
না ঢাল গরল, রাজা, সরলের প্রাণে
বড় ভালবাসি, বড় স্নেহ করি,
তেঁই সহি কর্কশ বচন।
স্থির কর মন,
আর নাহি কর অপমান।

বিক্রম। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সবে,
মুখে মধু মনে হলাহল ;
বাহ্যভাবে বড়ই সরল,
কালকূটসম কূট অন্তরের স্তরে।

করম। ভগবান একলিঙ্গ সাক্ষী, মহারাজ !
কুটকাজ করি নাই কভু।
তুমি রাজা—তুমি প্রভু।
রাজদ্রোহী—প্রভুদ্রোহী নহি,
সত্য কহি তোমার গোচরে।

বিক্রম ছলনা—ছলনা—ছলনা।
পক্ক কেশ—পক্ক বিষ।
তোমারি কৌশলে সর্দ্দারেরা বৃথা গর্ব্ব করে,
খর্ব্ব করে মান মোর।
চিতোরের সিংহাসনে আশা,
তেঁই ভালবাসা!

করম। (স্বকর্ণে হস্তার্পণ করিয়া) শিব শিব!
কি লজ্জার কথা—কি ঘৃণার কথা!

বিক্রম (অতিরোষে) কি কি? ঘৃণা—ঘৃণা!
দূর হও, বৃদ্ধ পশু!

(সবলে করমচাঁদকে ধাক্কা দেওয়া ও পতনোন্মুখ করম-
চাঁদকে জৈমুসিন্দিল ও জয়সিংহকর্ত্তৃক ধারণ)

জগ। (অত্যন্তরোষে অসিনিষ্কোষিত করিয়া)
কি! পিতারে প্রহার!
প্রহারের প্রতিশোধ—করিব সংহার।

(অসি উত্তোলন)

করম। (সবেগে বিক্রমজিৎকে আবেষ্টন করিয়া)
পুত্র! পুত্র! ক্ষান্ত হও।
রাজহত্যা মহাপাপ।
ফেল অসি, ভুল রোষ,
ক্ষমা কর ভূপতির দোষ।
যাও সবে নিকেতনে।
এস, রাজা, রাজসভা মাঝে।

জগ। পিতা, এ কি কহ?
কি বিশ্বাসে ধর তুমি কালসর্পে করে?
বারম্বার করিছে দংশন,
তবু তুচ্ছ ভাব তুমি?

করম। পুত্র! তুই যদি গালি দিস্ মোরে,
শিরচ্ছেদ করিব কি তোর?
পিতার গৌরব বুঝ তুমি,
সে গৌরবে পুন কহি আমি,—
সর্দ্দারগণেরে লয়ে যাও নিকেতনে।

[বিক্রমজিৎকে লইয়া করমচাঁদের প্রস্থান।

[সর্দ্দারগণের প্রস্থান।

শিকর। (স্বগত) বুড় বড় দয়াল। এ বুড়ো না থাক্‌লে রাণার মুড়ো এতক্ষণ ঘাসের ওপর গড়াগড়ি যেতো। উঃ, সেটা হ'লেই যে লেঠা মিট্‌তো গা। এখনও খোঁচ রয়ে গেলো। এ খোঁচ কিন্তু তেমন শক্ত নয়,—ভাঙো ভাঙো! দেখি, সর্দ্দারগুলো কোথা গেলো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—গুপ্তমন্ত্রণা-স্থান।

জগমল, জয়সিংহ বালীয় ও জৈমু-
সিন্দিলের প্রবেশ।

জগ। ছি ছি ছি ছি, পিতাই কণ্টক!
কি উপায় করি এরে?
পিতৃ-অপমান কভু নাহি সবে প্রাণ।
হয় বিক্রমের পাপ প্রাণ, নয় মোর প্রাণ,
নিশ্চয় একটি যাবে।

জৈমু। পিতা তব অসন্তুষ্ট হবে।

দূরে শিকরবলের প্রবেশ।

জগ। কিবা করি তবে?
(শিকরবলের প্রতি)
তুমি কেন দাঁড়ায়ে হোথায়? যাও চলি।

শিকর। বীরবর! আমার কি অপরাধ বলুন। রাণা ভারি অবুঝ, তাই না বুঝে নিজেও মজ্‌লেন, আমাকেও মজালেন।

জগ। যাও যাও।

শিকর। যে আজ্ঞে। (স্বগত) আড়ালে গে কান পেতে থাকি, এরা করে কি, ব্যাপারখানা দেখি।

জগ। যাও না।

শিকর। আজ্ঞে, এই যে।

[প্রস্থান।

জগ। (ভাবিয়া) একটি উপায় আছে।
মরিবে না পাপিষ্ঠ বিক্রম,
অথচ বিক্রম তার যাবে।

জৈমু। কি উপায় ?

জগ। চিরবন্দী—সিংহাসনচ্যুতি।

জয়। উত্তম। উপযুক্ত প্রতিশোধ।
কিন্তু, সঙ্গের কনিষ্ঠ সুত বালক উদয়
এখন তো উপযুক্ত নয়।
রাজপুত শাস্ত্রের বিধানে
সে তো নাহি পাবে সিংহাসন।

জগ। তাহারো উপায় আছে।
যাবৎ উদয় নাহি প্রাপ্তবয়ঃ হয়,
তাবৎ ভূপতি আর প্রতিনিধিরূপে
বনবীরে দিব সিংহাসন।
বিক্রমের খুল্লতাত পৃথ্বিরাজ বীর,
তাঁরি দাসীপুত্র বনবীর।
রাজপুত-শাস্ত্রের বিধানে
গণনে পঞ্চম পুত্র বীর বনবীর।
তাঁরি প্রাপ্য চিতোরের রাজসিংহাসন।
অদ্যই করিয়া বন্দী বিক্রমজিতেরে
রাখিব দুর্গের মাঝে।
কল্য প্রাতে সবে মিলে
যাইব ~~কমলীরে~~ বনবীর পাশে।
সেই স্থানে করি অভিষেক

আনিব চিতোরে তাঁরে রাজোপাধি দিয়া।
এই মোর প্রতিহিংসা-সাধনের পথ,
হ'ব পূর্ণ মনোরথ।
তোমাদের কিবা অভিপ্রায় ?

জয়। উপযুক্ত উত্তম উপায়।
দুরন্ত বিক্রম
ভুঞ্জুক কর্ম্মের ফল নয়নের জলে।

জগ সমস্ত সর্দ্দারগণে একত্র করিয়া,
শত শত অসি নিষ্কোষিয়া,
চল যাই বন্দী করি অধম বিক্রমে।
দেখি, কেবা বাধা সাধে।

সকলে। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া বীরদর্পে)
হর হর বম্ বম্!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

শিকরবলের পুনঃপ্রবেশ।

শিকর। হর হর বম্ বম্। চেষ্টায় কি না হয়? না খেয়েও খিদে যায়—তেষ্টা যায়। দিন নেই রাত নেই, অষ্ট প্রহর কষ্ট কোরে, যে ফিকির খেল্লুম, তা কি কখনও নষ্ট হয়? বাঁকা চাল না চাল্‌লে কি ছুঁচ্ হয়ে ঢুকে, ফাল হয়ে বেরুতে পাত্তুম? রাজপুতের রাগ কামানের বারুদ, আগুন লাগ্‌লে কি আর রক্ষে আছে?—একেবারে গুড়ুম! বিক্রমজিৎকে কেমন মায়ামন্তরে অন্তর-টিপ্‌নি দিলুম, একে-বারে সর্দ্দারগুলোর ওপর হাড়ে চটা! এমনতর চটা না

হলে কি মোটা বক্‌সিসের ঘোর ঘটা হয়? বনবীরের মা শীতলসেনী বড় সেয়ানা, কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে দিলে দেখ। তারই মৎলবে আমার মৎলব মিশিয়ে, কাজটা হাসিল হয়ে গেলো। বনবীর রাজা হলে, শীতলসেনী তিন তিনটে বড় বড় গ্রাম আমায় নিষ্কর জায়গীর দেবে। এইবার আমিও একজন বড়দরের সর্দ্দার হব; রাও, রাওল, রাবৎ খেতাব পাবো। এইবার আড়ালে আড়ালে বিক্রমের বন্দী হওয়াটা দেখে, কমলমীরে আজই ঘোড়ায় চোড়ে দৌড় দি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—লক্ষ্যভেদ-রঙ্গভূমি (চাঁদমারি)।

উদয় সিংহ ও অন্যান্য বালকগণের প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

সবাই মিলি, আয় রে খেলি
বীরের খেলা ধনুক তীর।
আকাশ ফুঁড়ে, হাওয়ায় উড়ে
ছুট্‌বে তীর উঁচিয়ে শির॥
হাঁটু গেড়ে মার্‌বো টান,
সনাৎ কোরে ছুট্‌বে বাণ,
রবির করে ঝক্ ঝক্ ঝক্,
বীরের ছেলে আমরা বীর॥

উদয়। ও ভাই, মনে আছে তো ?

১ম বা। কি, ভাই উদয় ?

উদয়। বেশ যা হোক্, এরি মধ্যে ভুলে গেলে ?

১ম বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয়েচে, পরশু বীরপঞ্চমীর উৎসব।

উদয়। আচার্য্য মশায় যা ব'লেচেন, তাও মনে আছে তো ?

১ম বা। আছে বই কি ?

উদয়। তবে এস না, সকলে মিলে লক্ষ্যভেদ অভ্যেস করি। যে ঐ কাঠের পাখীটের বাঁ চোখটা তীরে বিঁধ্‌তে পার্‌বে, আচার্য্য ঠাকুর তাকে কোলে ক'র্‌বেন, কপালে বিজয়-তিলক দেবেন।

২য় বা। কপালের বিজয়-তিলক, ভাই, তোমারই কপালে। আমাদের চোখ ও কাঠের পাখীর ছোট চোখ ঠিক্ তাগ ক'ত্তে পার্‌বে না।

১ম বা। ভারি শক্ত কাজ।

উদয়। চেষ্টায় কি না হয় ? সাধলেই সিদ্ধি।

১ম বা। উঁহু, যেখানে বুদ্ধি, সেইখানেই সিদ্ধি।

উদয়। বুদ্ধি কার নেই ? অমন ছোট ছোট পীঁপ্‌ড়ের অত বড় বুদ্ধি, আর তোমাদের মত বড় ছেলেদের বুদ্ধি নেই ? তোমার বাবা জয়সিংহ বালীয়, (২য় বালকের প্রতি) তোমার বাবা জৈমুসিন্দিল সিংহ, (৩য় বালকের প্রতি) তোমার ঠাকুরদাদা করমচাঁদ রাও, বাবা জগমল রাও, মিবাররাজ্যে প্রসিদ্ধ লক্ষ্যভেদী, তোমরাও সকলে ক্রমে ক্রমে তেমনতর কেন হবে না ? সাধলেই বুদ্ধি—সাধলেই সিদ্ধি। এস, একে একে ঐ পাখীর বাঁ চোখটা তীরে বিঁধে ফেলি।

১ম। আচ্ছা। কিন্তু, ভাই উদয়, তুমি আগে।

উদয়। না, আমি সব শেষে।

১ম বা। আচ্ছা, তাই সই। (সলক্ষ্য শরত্যাগ, কিন্তু লক্ষ্য-ভ্রংশ) আমি জানি, বিজয়-তিলক এ কপালে কোন কালেই নেই।

২য় বা। বিজয় তো পরাজয়। দেখি, বিজয়তিলক আমার কপালে হয় কি না হয়। (শরত্যাগ ও লক্ষ্যভ্রংশ) ও ঠিক জানা আছে, বিজয়-তিলক উদয়েরই কপালে।

উদয়। আপ্‌সোস্ কেন, শোহন? চেষ্টা কথাটার মানে কি?—একবার, না বার বার? তূণভরা তীর কেন? একটা থাক্‌লেই তো হোতো। তূণ খালি কর।

২য় বা। মিছে কষ্ট, তীর নষ্ট।

উদয়। তবে খালি তীরের বোঝা বও। (৩য় বালকের প্রতি) তুমি কি ঠাওরাও, শঙ্করশরণ?

৩য় বা। আমি ও পাখীর চোখ বিঁধ্‌বোই বিঁধ্‌বো। এই দেখ। (শরত্যাগ ও লক্ষ্যভ্রংশ)

১ম বা। হুঁহুঁ, কেমন দর্পচূর্ণ!

উদয়। এইবার তোমরা একে একে।

(অন্যান্য বালকগণের পর্য্যায়ক্রমে শরত্যাগ ও লক্ষ্যভ্রংশ)

১ম বা। এইবার, ভাই উদয়, তোমার পালা।

উদয়। দেখি একবার চেষ্টা ক'রে। (শরত্যাগ ও লক্ষ্যভেদ)

সকলে। বম্ মহাদেব!

১ম বা। পরশু বীরপঞ্চমীতে তোমারই কপালে বিজয়-তিলক নাচ্‌চে।

উদয়। তোমাদেরও নাচ্‌বে, ফের একে একে তাগ কর।

বেগে চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন, চন্দন, তুমি দৌড়ে এলে কেন? হাঁফাচ্চ কেন? চোখে জল কেন? মুখখানি মলিন কেন? ধাই-মা তোমায় মেরেচে কি?

চন্দন। না, ভাই, মা আমার আমায় মারে নি।

উদয়। তবে কাঁদচো কেন, ভাই?

চন্দন। সর্ব্বনাশ হয়েচে!—মহারাণা বন্দী!

(সকলের চমকিত হওন)

উদয়। অ্যাঁ, সে কি! আমার বড় দাদা বন্দী! কেন? কে বন্দী কোল্লে?

চন্দন। সর্দ্দাররা।

উদয়। সর্দ্দাররা? কোথা আমার দাদা বন্দী?

চন্দন। গড়ের কারাগারে।

উদয়। কোন্ কোন্ সর্দ্দার এই সর্ব্বনাশের মূল?

চন্দন। জয়সিংহ বালীয়া, জৈমুসিন্দিল, জগমল রাও।

উদয়। (১ম, ২য় ও ৩য় বালকের প্রতি) দেখ—দেখ, তোমার পিতার, তোমার পিতার, তোমার পিতার প্রভুভক্তি দেখ। ছি ছি, আর আমি তোমাদের সঙ্গে থাক্‌বো না। বিষ-বৃক্ষে বিষফলই ফলে। যাও, আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও।

১ম বা। ভাই উদয়, আমাদের দোষ কি? যেতে বল্‌চো যাই।

[বালকগণের প্রস্থান।

উদয়। চন্দন, সর্দ্দাররা কোথায় ?

চন্দন। কমলমীরে যাবার উদ্যোগ ক'চ্চে।

উদয়। কেন ?

চন্দন। শুন্‌লেম, বনবীর সিংহকে চিতোর-সিংহাসনে অভিষেক কোর্‌বে বোলে।

উদয়। এরি মধ্যে এতদূর ষড়যন্ত্র! আমার বড় দাদা বন্দী! বনবীর রাজা! তা কথনই হবে না। দেখ, চন্দন, এই এখনি আমি লক্ষ্যভেদে দাঁরু-বিহঙ্গের চক্ষুশ্ছেদ ক'রেচি, আবার এখনি প্রভুবিদ্রোহী নরাধম সর্দ্দারদের শিরশ্ছেদ ক'চ্চি। (ধনুকে শর যোজনা করিয়া) বল, চন্দন, তা'রা কোন্ পথ দে কমলমীরে যাবে ?

চন্দন। রাজকুমার! তুমি যে ছেলেমানুষ, এ কি ক'চ্চো ?

উদয়। রুষ্ট সিংহ-শিশু বড় ভয়ঙ্কর। আজ নিশ্চয় আমার ভ্রাতৃদ্রোহীদের আসন্নমরণ। (গমনোদ্যোগ)

বেগে পান্নার প্রবেশ।

পান্না। উদয়, উদয়, এ কি! কোথা যাস্? এখনো আগুন নেবে নি; ক্ষুদ্র পতঙ্গ কোথা যাস্?

উদয়। ধাই-মা, তুমিও এস। দেখ, উদয় পতঙ্গ কি সিংহ।

পান্না। ওরে বাছা, এ রাগের সময় নয়। চুপ কর্, চুপ কর্; যাস্‌নি, যাস্‌নি। শত শত নিষ্ঠুর হৃদয়, শত শত কঠিন প্রাণ, এক সঙ্গে যোগ দিয়েচে। তোমা হেন কোমল শিশু-হৃদয় এখনি দলিত হবে। তুমি কি জান না, বাবা, কঠিন বজ্র ছোট বড় বাছে না ?—যেয়ো না, যেয়ো না।

উদয়। ধাই-মা, দাদা গড়-কারাগারে বন্দী, আমি নিশ্চিন্ত

থাক্‌বো কি কোরে? আজ যদি তোকে কেউ বন্দী করে, তবে আমরা কি চুপ কোরে থাক্‌তে পারি? কি বল চন্দন? তবে মা, আমি দাদার দুর্দ্দশা কোন্ চক্ষে দেখ্‌বো—কোন্ প্রাণে সহ্য ক'র্‌বো? আমার বাপ নেই, মা নেই, কেবল দাদাই সহায় সম্বল। এখন দাদাই আমার বাপ—দাদাই আমার মা। আজ এ হেন দাদা আমার বন্দী—আজ একাধারে আমার পিতা মাতা ভ্রাতা বন্দী! হয় আজ দাদাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত ক'র্‌বো, নয় আমিও বন্দী হব। এ ধনুকের শর তূণে কখনই রাখ্‌বো না।

পান্না। (স্বগত) কৌশল ক'রে শান্ত করি। (প্রকাশে) আচ্ছা, এর পর যা হয় হবে, এখন আমার হাতে তীর ধনুক দাও। আগে চল তোমার দাদার কাছে যাই। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না কোরে, কোন কাজই ক'ত্তে নেই।

উদয়। আচ্ছা, তবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কমলমীর-দুর্গ—শীতলসেনীর কক্ষ।

শীতলসেনী ও শিকরবল।

শীতল। শিকরবল, এই লও মুক্তাহার। তুমি যথার্থই আমার পরমহিতৈষী—পরমসহায়—পরমবিশ্বাসী।

শিকর। দেবি, এইবার নিশ্চয় আপনি রাজমাতা হ'লেন।

শীতল। তুমিও নিশ্চয় বহুমূল্য জায়গীরের অধিকারী হ'লে। তোমার পুরস্কারের জায়গীরের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা।

শিকর। সে আপনারই কৃপাগুণে।

শীতল। দেখ, এখন আর একটা বিশেষ কাজ ক'ত্তে হবে। আমার প্রিয়তম পুত্র বনবীরের হৃদয়ভাব পরিবর্ত্তন না ক'ল্লে, আমার আশাব্রতের উদ্‌যাপন হবে না। বনবীর রাণা বিক্রমজিতের দিকে, বিক্রমজিৎও বনবীরের দিকে। উভয়ে পরম মিত্র।

শিকর। আমারও সেই ভয়টা বড় প্রবল। ঘাটে এসে পাছে ভরা ডোবে।

শীতল। ভেবো না, ভরা ডুব্‌বে না। আমিই মিত্রভেদ ঘটাবো।

শিকর। হাঁ দেবি, আপনার সে ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। শত্রুকে মিত্র করা আর মিত্রকে শত্রু করা আপনার পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা। তা নৈলে অমন পরমবিশ্বাসী, পরমমিত্র সর্দ্দারদের প্রতি রাণা বিক্রমজিতের অমন স্বপ্নের অগোচর শত্রুভাব ঘ'ট্‌বে কেন? আমি পুরুষ মানুষ বটে, কিন্তু আমার ঘটে স্ত্রীলোকেরও তুচ্ছ বুদ্ধি শুদ্ধি নেই—আপনি স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট ধৃতরাষ্ট্রের শালা শুকুনি আর রাবণের মামা কুম্ভকর্ণ, না না কালনিমেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। যখন আপনি অদ্ভুত-বুদ্ধি-কৌশলে ভয়ঙ্কর তুফান তুলেচেন, তখন গাছের ডাল ভেঙে প'ড়্‌তে কতক্ষণ?

শীতল। সর্দ্দাররা অদ্যই আস্‌বে?

শিকর। বোধ করি, আপনার পুত্রের নিকট এতক্ষণ এসেচেন বা।

শীতল। আচ্ছা, তুমি এখন খুব গোপনে অবস্থিতি করগে। তুমি আমার কৌশলে বিক্রমজিতের প্রিয়পাত্র হয়েছিলে, এখন সর্দ্দারেরা আমার নিকট বা বনবীরের নিকট তোমায় দেখ্‌লে সন্দেহ ক'র্‌বে। মনে কর, তুমি যেন কমলমীরের লোক নও, আমাদেরও কেউ নও, এমন ভাবে থাকা চাই। আমার পুত্রের কাছেও যেয়ো না।

শিকর। যে আজ্ঞে, উত্তম যুক্তি, খাসা যুক্তি। এখন প্রার্থনা, জায়গীরের সনন্দখানা আপনার নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিয়ে, অদ্যই কি আপনার এই অনুগত ভৃত্যকে দেবেন?

শীতল। (স্বগত) গুরুতর কার্য্য বা স্বার্থসাধনের মূলমন্ত্র একমাত্র লোভ। লোককে কৌশলে লোভ-রিপুর বশীভূত ক'ত্তে পাল্লে আর বাধা কি? অভীষ্ট পথে অনায়াসে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। এ লোকটাকে লোভের প্রলোভনে বরাবর রেখে দেবো। আশায় আজন্ম রাখাই ভাল, আশা পূরণ কিছুই নয়। লোভ মিট্‌লে, আশা পূর্‌লে আর কি কেউ কাছে আসে?

শিকর। (স্বগত) মাগী অনেকক্ষণ ধোরে কি ভাব্‌চে। বিলম্বেতে কার্য্যসিদ্ধি শাস্ত্রের বচন। আমার আনন্দ-কন্দ সনন্দ এইবার সই হবে। যত গুড় তত মিষ্টি, যত মেঘ তত বৃষ্টি আর যত দেরি তত ইষ্টি। মাগী আরও খানিকটে দেরি করুক, লাখ টাকার জায়গীর দেড়লাখ হবে।

শীতল। এখন যাও।

শিকর। যে আজ্ঞে, তা সই সনন্দটার কথা——

শীতল। (স্বগত) ও কথা কথাতেই শেষ। লোভী, আমার কাছ থেকে জায়গীর নেবে? না দিলে, শেষটা রক্ষে হবে না, তাই ঐ মুক্তমালা পর্য্যন্তই শেষ। (প্রকাশে) শিকরবল, তা সনন্দর জন্যে চিন্তা কি? তুমি আমার যে অমূল্য উপকার ক'ল্লে, তার ধার এ জন্মে পরিশোধ ক'ত্তে পার্‌বো না, জায়গীরের সনন্দ তো অতি তুচ্ছ কথা। আমার পুত্র চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেই, সানন্দে তোমায় সনন্দ দেবো।

শিকর। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে। জয় মহারাণা বনবীর সিংহের জয়! জয় মহারাণা-জননী মহারাণী ঠাকুরাণীর জয়।

[প্রস্থান।

শীতল। যেখানে লোভ, সেইখানেই স্তোভ। স্তোভে লোভ, লোভে ক্ষোভ। স্তোভবাক্য ব'লে লোভীর লোভকে মুঠোর ভেতোর রাখলেম। মুঠো খুল্‌বো না, ক্ষোভ আপনি দেখা দেবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কমলমীর-দুর্গ—বনবীরের কক্ষ।

বনবীর, জৈমুসিন্দিল, জয়সিংহ বালীয় ও জগমল রাও।

বন। যাই বল, বীরগণ!
কিছুতেই, হেন কার্য্য না পারি করিতে,
কিছুতেই পাপস্পর্শে নাহি ধায় মন।
পিতা মোর পৃথ্বিরাজ বীর,
তাঁর জ্যেষ্ঠ সঙ্গসিংহ চিতোর-ঈশ্বর
পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত মোর।
হেন সঙ্গসিংহসুত বিক্রমজিতেরে
সিংহাসনচ্যুত করি
উচিত কি মোর কভু নিতে সিংহাসন?
কি বলিবে রাজপুত-বীরেন্দ্রমণ্ডলী?
কি বলিবে রাজভক্ত প্রজাগণ?
কি বলিবে সসাগরা ধরা?
কি বলিবে সত্য ধর্ম্ম?
কি বলিবে সূর্য্যবংশমূলপতি
সূর্য্যদেব আকাশ হইতে?
কি বলিবে একলিঙ্গ মহাদেব?
অরো বলি, কি বলিবে বিক্রমজিতের চিত্ত মোরে?
কাজ নাই রাজছত্র, রাজসিংহাসন,
কাজ নাই মহারাণা পরম উপাধি।

বেশ আছি, সুখে আছি ;
কিসের অভাব মোর ?
বিক্রমে আমাতে মিত্রভাব আছে চিরদিন,
থাকিবেও চিরদিন ;
কোন দিন না হব বিরূপ আমি তাঁরে।
সত্য বলি, যাও চলি নিজ নিজ গৃহে,
বনবীর কভু নহে বিক্রমের অরি।

জগ। বীরবর !
আমরাও অরি নহি তাঁর।

বন। তবে কেন হেন অনুরোধ ?
এই কি হে মিত্রতার রীতি ?
কারাগারে মিত্রে বাঁধি লৌহের শৃঙ্খলে,
অন্য জনে দিতে চাহ রাজসিংহাসন।
এই কি হে মিত্র-নিদর্শন ?

জয়। বীরবর !
রাজনীতি জান তো বিশেষ।
তবে বল দিকি,
মিত্র যদি শত্রু হয়,
উচিত কি নহে তারে করিতে দমন ?
ভুজঙ্গ অঙ্গুলি যদি কাটে,
সে অঙ্গুলি অঙ্গে কি রাখিবে,
অথবা ফেলিবে কাটি মঙ্গলের তরে ?

বন। অবশ্য ফেলিব কাটি।
কিন্তু ঔষধপ্রয়োগে পরীক্ষা করিব আগে।

তাই বলি,
সুযুক্তি-ঔষধে অগ্রে কর সংশোধন
বিক্রমজিতের মন।
আমিও হইব সাথী,
বুঝাইব তাঁরে দিবারাতি ;
মতিগতি রীতিনীতি অবশ্য তাঁহার ফিরিবে অচিরে।
চল যাই, বীরগণ !
এত লোক মিলে যদি সাধি,
আর তিনি না হবেন বাদী।

জৈমু। অসম্ভব।
লৌহ কভু কোমল না হয়।

বন। উত্তাপেই লৌহ গলে।
সুযুক্তি-উত্তাপে অবশ্যই বিক্রমের গলিবে হৃদয়।

জৈমু। কভু নয়, কভু নয়।
লৌহেরো অধিক সে হৃদয়,—কঠিন পাষাণ।
উত্তাপে পাষাণ নাহি গলে,
তীক্ষ্ণধার ক্ষার হয়।
সেই ক্ষারে জল দিলে,
দাহক অগ্নির সম করয়ে দাহন।
তেঁই কহি, বীরবর,
কুচক্রী নিষ্ঠুর সে বিক্রম,
কোনক্রমে পারি নাই বুঝাতে তাহারে।
অপরেও নারিবে বুঝাতে।

জগ। বৃথা বিলম্বিতে নারি।

বড়ই অসহ্য পিতৃ-অপমান।
শেষ কথা বলি, বনবীর!
হয়, তুমি লহ সিংহাসন,
পূর্ণ কর আমাদের পণ;
নয়, বিক্রমের মিত্র রহ।
কিন্তু, জেনো সুনিশ্চয়,
বিক্রমের মিত্র যেবা হবে,
সে কখনো সুখে নাহি রবে।
এখনো সে দুর্গ-কারাগারে শূন্য কক্ষ আছে বহু।

বন। জগমল রাও!
তোমার পিতার গুণরাশি
এখনো পারনি তুমি করিতে অর্জ্জন,
নিতান্ত দুঃখের কথা,—
পিতৃ-হৃদয়ের ভাব
এখনো অভাব, ছি ছি, পুত্রের হৃদয়ে।

জগ। না না, বীর, তা তো নয়,
পিতৃগুণে গুণী আমি,
পিতার সে উন্নত হৃদয়
আমার হৃদয় সনে এক সূত্রে বাঁধা,
তা যদি না হবে,
কেন তবে পিতৃ-অপমান
বাজিবে হৃদয়ে মোর কোটি বজ্রাঘাতে?
পিতা পুত্র দুই জনে
জীবন্মৃত হয়ে আছি ঘোর অপমানে।

বন। কই, কিরূপে বিশ্বাস করি ?
হতমান পিতা তব স্বর্গীয় স্বগুণে
কোলে করি সে মানহারীরে দেছেন আশ্রয়,
নহে তব তীক্ষ্ণ অসি
কভু কি বিক্রমজিতে রাখিত জীবিত ?
রুষ্ট জগমল,
কষ্ট ভুলি তুষ্ট হও, রাখ অনুরোধ।

জগ। ক্ষমা কর, শূরবর,
অনুরোধ রাখিতে নারিব।
বরঞ্চ মরিব বিষপানে,
তবু কভু না ভুঞ্জিব অপমান-বিষবাণ।
বিদায় এক্ষণে। (গমনোদ্যোগ)

বেগে শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। স্থির হও, ক্রুদ্ধ জগমল !
সমস্ত শুনেছি আমি পার্শ্বগৃহ হ'তে,
সমস্ত বুঝেছি বিধিমতে।
(বনবীরের প্রতি) স্নেহের তনয়,
বিসম্বাদ উচিত তো নয়।
রাখ, জ্ঞানী, সর্দ্দারগণের বাণী,
অভিষিক্ত হও এবে রাজপদে,
নতুবা বিপদে পদে পদে ভুঞ্জিবে যন্ত্রণা।
শুধু তুমি নও,
আমারেও হ'তে হবে পুত্রের বিপদভাগী।

আমিও শুনেছি,
ভূপতি বিক্রমজিৎ অনুচিত-কার্য্যে ব্রতী।

বন। মিথ্যা কথা শুনেছ, জননি!

জগ। তবে আমরা কি মিথ্যাবাদী?
ভাল, থাক তুমি এবে,
অল্প দিনে সত্য মিথ্যা দিব বুঝাইয়া।
এস এস, বীরগণ!
অন্য জনে
চিতোরের সিংহাসনে বসাইব আজ।
অবশ্য করিব মহাপ্রতিজ্ঞা পূরণ।

(পুনর্গমনোদ্যোগ)

শীতল। (স্বগত) এ যে বিষম সঙ্কট।
আমার কৌশল হবে কি নিষ্ফল?
না—কখনই না।
(প্রকাশে) জগমল! স্থির হও।
(বনবীরের প্রতি) প্রিয় পুত্র! শোনো কথা।
একটি উপায় আছে;—
আপাততঃ কিছু দিন তরে
অভিষিক্ত হও গিয়া রাজসিংহাসনে।
রাজা নয়—রাজপ্রতিনিধি,
এই ভাবে রাজ্য শাস,
প্রজা পাল ইহাঁদের সনে।
রাজসিংহাসন শূন্য রাখা ভাল নয়।
দিন কয় পরে

সর্দ্দারগণেরে ব'ল অন্য জনে দিতে সিংহাসন।
(সর্দ্দারগণের প্রতি) কহ, সর্দ্দারমণ্ডলী,
এ প্রস্তাব সঙ্গত কি অসঙ্গত ?

জয়। সঙ্গত।
তোমার কি মত ?

জৈমু। সঙ্গত।

জয়। তোমার ?

জগ। প্রতিজ্ঞাপূরণ অবশ্যই চাই,
অতএব এ প্রস্তাব সুসঙ্গত।

শীতল। সব দিক রক্ষা হল।
যাও, পুত্র, অভিষিক্ত হও।

বন। মা! ব্যথামাথা কথা কেন কও ?
আমা হ'তে এই কার্য্য হবে না সাধন।
বিক্রমের কনিষ্ঠ সোদরে দিন এঁরা সিংহাসন।

জগ। উদয়সিংহেরে ?

শীতল। উদয় ? বালক যে সে।
বালকের নহে সিংহাসন,
বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে যখন,
অভিষিক্ত হইবে তখন।

জগ। বাস্তবিক, এই রাজপুত-রাজনীতি।

বন। বিষম বিভ্রাট উপস্থিত।

শীতল বিভ্রাট কিছুই নয়।
যদ্যপি বিক্রমজিৎ শোধিত না হয়,
তা হ'লে, উদয় যত দিন অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়,

তত দিন তুমি, পুত্র,
রাজপ্রতিনিধি হ'য়ে ব'স সিংহাসনে।
তার পর যথাকালে
উদয় সিংহেরে রাজা করি বসাইও রাজসিংহাসনে
আর, এর মধ্যে যদি
নির্ব্বোধ বিক্রমজিৎ সংশোধিত হয়,
তবে তারেই করিও রাজা।
পুণ্য বই পাপ নাহি ইথে,
ভাল বই মন্দ কিছু নাই।
জননীর বাক্য ধর, সব দিক রক্ষা কর,
সকলের হইবে মঙ্গল।

বন ভাল, মাতা, তাই হবে।
রাজপ্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসি এবে।
হয় বিক্রমেরে, নয় উদয়েরে
রাজ্য দিয়া আসিব ফিরিয়া।
চল, বীরগণ !

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর—দুর্গস্থ কারাগার।

কারাগারমধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিক্রমজিৎ।
কারাগারদ্বারে সশস্ত্র প্রহরিগণ দণ্ডায়মান

বিক্রম। (স্বগত) চরিত্র নারীর, ভাগ্য পুরুষের
বড়ই জটিল—কে পারে বুঝিতে ?
এই আমি রাজসিংহাসনে,
এই পুন বন্দী কারাগারে !
অদ্ভুত কালের লীলা—
মিবাররাজ্যের রাজা আজ কারাবাসী !
যে ভুজে শোভিত মোর হীরক-বলয়,
সেই ভুজে লোহার শৃঙ্খল !
যার আজ্ঞাক্রমে
প্রহরীরা অবনত শিরে থাকিত সর্ব্বদা,
আজ তারা মুক্ত-অসি-করে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
দস্যু তস্করের জ্ঞানে দেখিছে তাহারে !
ওহো, নিদারুণ অপমান !
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।
নিরস্ত্র—কিরূপে মরি ?
বিষ নাই—কিসে মরি ?
কি করি !—কি হবে !
হিতৈষী শিকরবল কোথা ?

সর্ব্বদা থাকিত কাছে,
দিত কত রূপ সুমন্ত্রণা।
এ সময়ে পেলে তারে, হয় তো হইত উপকার।
কই সে?—কোথায় গেছে?—আসিবে না আর
অথবা নিষেধ তার আসিতে হেথায়?

নেপথ্যে উদয়। কই? কোথা মহারাণা?

বিক্রম। (শুনিয়া শশব্যস্তে) কে ও কাঁদে?
চাঁদ যেন আকাশ হইতে
কঠিন ভূতলে পড়ি' গড়ালুটি খায়!
কে ও? কে ও? স্নেহের উদয়!

বেগে উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। দাদা! দাদা!

বিক্রম। ভাই! ভাই!

উদয়। কোথা তুমি?

বিক্রম। এই যে, উদয়, আমি আবদ্ধ শৃঙ্খলে!

উদয়। প্রহরী রে, খুলে দে রে লোহার শৃঙ্খল।

১ম প্র। (সবিষাদে) রাজপুত্র! খুলিতে নিষেধ।

উদয়। খুলিতে নিষেধ? কেন? কাহার আদেশ?

১ম প্র। সর্দ্দারগণের।

উদয়। জান, দাদা মোর মিবারের রাজা,
আমি রাজানুজ।
আমার আদেশ লঙ্ঘনীয় নহে।

১ম প্র। জানি; কিন্তু অক্ষম পালিতে আজ্ঞা।

রাজপুত্র !
অক্ষমে কি ক্ষমা করা নহে সমুচিত ?

উদয়। নাহি কর বৃথা বাক্যব্যয়,
কর মোর আদেশ পালন।

১ম প্র। সর্দ্দারেরা এখুনি তা হ'লে
সবংশে করিবে ধ্বংস আমাসবাকারে।

বিক্রম। উদয় রে !
নির্দ্দোষ প্রহরিগণ।
সর্দ্দারেরা মহাবৈরী।
এক দিকে তারা শত শত,
অন্য দিকে মোরা দুটি ভাই।
মধ্যস্থলে
ভীষণ সঙ্কট-সিন্ধু করিছে গর্জ্জন।
কাজ নাই, থাকি হেথা,
যাও, ভাই, গৃহে ফিরি।
আমি নিজ প্রাণে নাহি ডরি,
ডর বড় তোর তরে।
কি জানি রে, কি হ'তে কি হবে,
তো হেন কুসুম-কলি হয় তো শুকাবে।
রাক্ষস পিশাচ ক্রূর সে সর্দ্দারগণ।
একে ঘোরতর কষ্ট ভুঞ্জি কারাগারে,
তাহে যদি নির্ম্মম সর্দ্দারদল
নাশে তোর কোমল জীবন,
মোর প্রাণে ঘটিবে প্রলয়।

তেঁই বলি, বড় ভয়,
যাও, ভাই, গৃহে ফিরি।

উদয়। (অধোমুখে রোদন)

বেগে চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। ভাই, ভাই, এ কি! কাঁদ্‌চো তুমি!

বেগে পান্নার প্রবেশ।

উদয়। ধাই-মা, ধাই-মা, প্রহরীরা দাদার বন্ধন খুলে দেয় না, আর আমি স্থির হ'তে পাচ্চি না।

পান্না। বাবা, একটু অপেক্ষা কর। চন্দন, দৌড়ে যাও, দেখ তো, বৃদ্ধ রাও সাহেব কত দূরে আস্‌চেন।

চন্দন। কোন্ পথ দে যাব, মা?

পান্না। ঐ পথ দে যাও। আমি উদয়ের কাছে থাকি।

[চন্দনের প্রস্থান।

উদয়। ধাই-মা, ঐ দেখ, আমার দাদা পিঞ্জররুদ্ধ সিংহ—বিমর্ষ!

পান্না। উদয় রে! দেখেচি, দেখেচি। আর ওঁর পানে চাইতে পারি নি।

১ম প্র। রাজধাত্রি, এখানে তোমরা থাক্‌লে, আমরা অপরাধী হব।

পান্না। কেন অপরাধী হবে? তোমরা সশস্ত্র, আমি দুর্ব্বলা নারী, রাজকুমার উদয় শিশু, আর মহারাণা কারাগহ্বরে শৃঙ্খলিত। এতেও তোমাদের ভয় হয়?

১ম প্র। ভয় শূলের ফলায়।

রাও করমচাঁদের সহিত চন্দনের পুনঃপ্রবেশ।

পান্না। ঐ দেখুন, রাও সাহেব, চিতোর-গগনের পূর্ণচন্দ্র রাহুর গ্রাসে। যাঁকে আপনি কোলে তুলে, প্রাণ দিয়েছিলেন, আজ সেই মহারাণা বিক্রমজিৎ কারাগারের কণ্টকিত কোলে আকুলপ্রাণ হ'চ্চেন।

উদয়। কাকাজী! ঐ আমার দাদা, এই আমি উদয়।

করম। কেঁদ না, বৎস! ভগবান মহাদেব মঙ্গল কর্‌বেন। (প্রহরিগণের প্রতি) ওরে, কার কাছে জগমল শৃঙ্খলের চাবি রেখে গেছে?

১ম প্র। আজ্ঞে আমার কাছে।

করম। চাবি খোল্।

১ম প্র। আজ্ঞে—আজ্ঞে——

করম। খোল্ চাবি।

১ম প্র। যে আজ্ঞে। (শৃঙ্খলমোচন)

করম। মহারাণা! আপনার স্নেহের ছোট ভাই উদয় দাঁড়িয়ে।

বিক্রম। (অধোমুখে) রাও সাহেব, আপনি উদয়কে নিয়ে, এ নরক থেকে প্রস্থান করুন্। আমি অতি নরাধম, কৃতঘ্ন, আপনার ন্যায় পরমহিতৈষীর অবমাননা ক'রেছি, তাই আপনার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'ত্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লজ্জা এসে, আমায় লাঞ্ছনা করে। আমার অনুরোধ, উদয়কে যাবজ্জীবন রক্ষা ক'র্‌বেন। আপনি আমাদের পিতৃবন্ধু—পিতার স্বরূপ;

পিতৃমাতৃহীন উদয়কে আপনার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেম। উদয়, উদয়!

উদয়। দাদা, দাদা! (নিকটে গমন)

বিক্রম। (উদয়ের হস্ত ধরিয়া) এই আমার স্নেহের উদয়কে কোলে নিন, রাও সাহেব। রাজধাত্রি, মাতৃহীন উদয়ের তুমিই মা। তোমার চন্দন আর উদয় সমান।

করম। কেন আপনি হতাশ হ'চ্চেন, মহারাণা? আমি এখনি আপনাকে পুনর্ব্বার রাজসিংহাসনে বসাবো।

বিক্রম। ক্ষমা করুন্, এমন কার্য্য ক'র্‌বেন না। নিবন্ত আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্ব'লে উঠ্‌বে। আপনার পুত্র প্রভৃতি সর্দ্দারগণের প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হ'লে, আমি তো এই কারাগৃহে পশুবৎ নিহত হবই, তা হই, কিন্তু আপনি বিপন্ন হবেন, আমার স্নেহের উদয় মুকুলেই বিনষ্ট হবে। আমি বেশ আছি, আপনি উদয়কে নিয়ে যান। রাজধাত্রি, উদয়কে কোলে কর। উদয়, এস ভাই, ভগবান্ মহাদেব যদি দিন দেন, তুমি আমার শূন্য রাজসিংহাসন পূর্ণ ক'র্‌বে।

উদয়। দাদা, কাকাজী তো ভাল ব'ল্‌চেন। উনি যখন সহায়, তখন আপনার ভয় কি?

বিক্রম। আমার নিজের জন্য ভয় নেই, ভয় কেবল তোমার জন্যে। আশীর্ব্বাদ করি, নির্ব্বিঘ্নে চিরকাল সুখে থাক। প্রহরী, আমার হস্ত পদে অবিলম্বে আবার শৃঙ্খল সংযোগ কর।

করম। না, প্রহরী, সাবধান। ইনি শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে থাকুন। আমার রুষ্ট পুত্রের জন্য আমি চিন্তিত রইলেম।

জগমল আসুক, আমি আপনাকে নিশ্চয় কারামুক্ত ক'র্‌বো, রাজসিংহাসনে বসাবো। প্রহরিগণ! মহারাণার প্রতি এক নিমেষের জন্যও যেন অনাদর, অসম্মান, দুর্ব্ব্যবহার করা না হয়। এঁর সেবা শুশ্রূষার যেন পূর্ণমাত্রায় সুবন্দোবস্ত থাকে। চিতোরপতি, এখন আমরা বিদায় হই। আপনি আমায় দেখে আর লজ্জিত হবেন না, তায় আমার বড় কষ্ট হয়। আপনাকে আপনার পৈতৃক-সিংহাসন পুনঃপ্রদান ক'ল্লে, তবে আমার এ কষ্ট নষ্ট হবে। আমিও এ কষ্ট দূর ক'র্‌বোই ক'র্‌বো, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

[বিক্রমজিৎ ও প্রহরিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর-রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যান।

বনবীর।

বন। (স্বগত) বুঝিলাম এতক্ষণে—
অবস্থায় মতিগতি বিবর্ত্তিত হয়,
অবস্থাই সর্ব্বমূল।
নহে কালিকার চিত্তভাব মোর
আজি কেন বিপরীত?
কালি আমি কি বলিনু সর্দ্দারগণেরে?—
মহারাণা বিক্রমজিতেরে
সিংহাসনচ্যুত করা সমুচিত নহে,
বিক্রমের সিংহাসন কৈলে অধিকার
মহাপাপ ঘটিবে আমার।
কি আশ্চর্য্য,
আজি সেই মহাপাপে করি আলিঙ্গন,
বিক্রমজিতের কথা একবারো নাহি ভাবি মনে।
কি মোহিনী শক্তি ধরে রাজার ক্ষমতা!
কি কুহক রাজসিংহাসন!

আজ রাজা আমি, মিবারের মহারাণা,
লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রজা
রাজার সম্মানে সদা করে মোর পূজা ;
বহুমূল্য রাজছত্র শোভে মোর শিরে,
রাজদণ্ড হস্তে মোর,
রাজসিংহাসন আমার আসন।
এবে আমি মিবারের রাজা—মহারাণা বনবীর
অতি নিম্ন স্তর হ'তে অতি উচ্চ'স্তরে
উঠিয়াছি আচম্বিতে ;
আর না নামিতে ইচ্ছা করে।
উচ্চে উঠি কে চায় নামিতে ?
পূর্ণ সুখ পেয়ে,
কে চায় ডুবিতে পুন দুঃখ-সিন্ধুজলে ?
রাজা হয়ে, কে চায় আবার প্রজা হ'তে ?
কি করি এক্ষণে ?—(চিন্তা)

দূরে পশ্চাদ্ভাগে শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। পুত্র বনবীর !
বন। (অন্যমনস্কভাবে) কি করি এক্ষণে ?
রাজা হয়ে পুন কিরূপে হইব প্রজা ?
শীতল। বনবীর !
বন। (অন্যমনস্কভাবে) অন্য জন রাজা হবে,
এই রাজসিংহাসন হইবে তাহার,
আমি তারে রাজা বলি করিব সম্মান।
ছি ছি, বড়ই অসহ্য সেই কথা,

বজ্রাঘাতে কিবা ব্যথা,
তার চেয়ে কোটিগুণ নিদারুণ ব্যথা
ঘন ঘন বাজিবে হৃদয়ে মোর।
রাজসিংহাসন !
কি তুমি ?—কি মহাশক্তি—মহাপ্রলোভন—
গৌরব—সম্মান—ভাব—প্রভাব—উচ্চতা
নিহিত তোমাতে আছে ?
কোন্ মায়াবলে
দলিত করিলে মোরে পলক না যেতে ?
কোন্ আকর্ষণে আকর্ষিলে মনঃপ্রাণ ?
ধ্যান জ্ঞান চিন্তা তুমি এক্ষণে আমার,
তোমা বই কিছু নাহি হেরি,
যেই দিকে চাই, সেই দিকে তুমি,
বাহিরে অন্তরে তুমি,
মনে প্রাণে হৃদয়ে তোমারি মহাছবি।
(আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকাশে) রাজসিংহাসন !
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বুঝি আর,
বুঝি শুধু তোমারি মহিমা।
শোনো, রাজসিংহাসন ! শোনো শোনো—
তুমিই আমার—আমিই তোমার,
শোনো মোর মহাপণ—
তুমিই আমার সিংহাসন,
যতক্ষণ শক্তি মোর দেহে, ততক্ষণ তুমি মোর,
যতক্ষণ প্রাণ মোর দেহে, ততক্ষণ তুমি মোর,

যতক্ষণ বনবীর জীবিত ভূতলে, ততক্ষণ তুমি মোর,
তুমি আমারই রাজসিংহাসন—
মহারাণা বনবীর তোমারই চির-অধিকারী।
আবার আবার বলি—
তুমি আমারই রাজসিংহাসন।

শীতল। (স্বগত) পূর্ণ মোর চঞ্চল বাসনা,
ঘুচে গেল ভয়ের কণ্টক,
সঙ্কট হইল দূর,
কৌশল সফল এতক্ষণে।
এবে আমি চির রাজমাতা।
যাই চুপি চুপি,
পুত্রেরে না দিব দেখা। (গমনোদ্যোগ)

বন। (দেখিতে পাইয়া চমকিতচিত্তে) কে? কে তুমি? মা।

শীতল। হাঁ বৎস!

বন। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! মা কেন হেথায়?
নীরবে অচল মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে পশ্চাতে,
পারি নাই কিছুই বুঝিতে।
নিশ্চয় আমার গূঢ় কথা
পশিয়াছে জননীর উৎসুক শ্রবণে।
নারী জাতি, ভয় হয় মনে,
কি জানি কাহারো কাছে করে বা প্রকাশ।
কাজ নাই রাজসিংহাসনে,
রাজ্যহারী বলিবে আমারে
মিবারের ঘরে ঘরে প্রজাগণ।

বড় অপমান—বড় লজ্জা—দারুণ কলঙ্ক ঘোর!
কাজ নাই রাজসিংহাসনে।
(প্রকাশে) মা! কিবা প্রয়োজন?

শীতল পুত্র রে,
বড় সুখী হৈনু আমি,
রাজা তুমি—রাজমাতা আমি,
যাবৎ জীবন
তোমারি এ রাজসিংহাসন।

বন। না, জননি, রাজা নহি আমি,
শুধু রাজপ্রতিনিধি;
চিতোরের রাজসিংহাসন
গচ্ছিত আমার হস্তে কিছু দিন তরে।
রাজামাতা নহ তুমি—রাজপ্রতিনিধি-মাতা।

শীতল। সে কি, বৎস! এ কি কথা!

বন। এই মোর অন্তরের কথা।

[প্রস্থান

শীতল। ঘাটে এসে ডুবিল তরণী।
রাজমাতা নারিনু হইতে।
যেই দাসী, সেই দাসী আমি,
পুত্র মোর দাসীপুত্র।
সমস্ত কৌশল হইল বিফল।
না, কখনই না—কখনই না—
সুনিশ্চয় সুনিশ্চয় হব রাজমাতা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজোদ্যানপার্শ্বস্থ পথ।

উদয় ও চন্দন।

উদয়। না ভাই, ঘরে যাব না।

চন্দন। রাজকুমার, খাবার সময় উৎরে গেল। চল তোমার দেরি দেখে, আমার মা ভেবে আকুল হয়েচে। মাও তোমায় খুজে বেড়াচ্চে। তুমি বাগানের বাইরে কেন এলে? কোথা যাচ্চ?

উদয়। তা জানিনি, হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, দাদার কাছে যাচ্চি।

চন্দন। নিষ্ঠুর সর্দ্দাররা যে, সেখানে ঢুক্‌তে দেবে না।

উদয়। না দেয়, ফটকের বাইরে ব'সে থাক্‌বো।

চন্দন। তোমার কি তা সাজে? তুমি যে রাজপুত্র।

উদয়। রাজপুত্র হওয়ায় ধিক্। দাদা আর আমি যদি রাজার ছেলে না হ'তেম, তা হ'লে কি আজ এত কষ্ট পেতে হ'ত, কাঁদতে হ'ত? রাজার ছেলের চেয়ে গরীবের ছেলে সুখী। আজ আমা হেন রাজার ছেলের বুকের ভেতোর কি আগুন জ্ব'ল্‌চে, গরীবের ছেলের তা জ্বলে না। চন্দন রে, কি হবে! আর কি দাদার দেখা পাব না! ভাই, আমার যে বাপ মা নেই, দাদাই যে আমার বাপ মা। দাদা, দাদা! (রোদন)

চন্দন। (উদয়ের অশ্রু মুঞ্জন করিতে করিতে) রাজ-কুমার, কেঁদ না, কেঁদ না। তুমি কাঁদ্‌লে মা আমায় ব'ক্‌বে। (নৈপথ্যে দেখিয়া) ঐ মা আস্‌চে। চুপ কর, চুপ কর।

বেগে পান্নার প্রবেশ।

পান্না। উদয় রে, তুই কি দিনরাত কাঁদ্‌বি বোলেই জন্মেচিস্! বাছা রে, চোখের জলে বুক যে ভেসে যাচ্চে।

উদয়। ধাই-মা, দাদার কাছে চল না। এই দেখ, দাদার জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্চি। দিয়ে আস্‌বো, চল না, ধাই-মা!

পান্না। (সরোদনে) আহা, ননীর পুতুল নিজে উপবাসী, এত বেলা হ'ল, মুখে জলটুকুও দেয় নি, কিন্তু দাদার জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্চে।

উদয়। দাদা খেলেই আমি খাব।

পান্না। তোমার দাদার কাছে যাবার যে আর পথ নেই। রাক্ষসের পুরী, রাক্ষসরা সব দিক্ আট্‌কেচে। তোমার আমার ওপর তাদের বেশী রাগ। জগমল রাও সকলের চেয়ে বাদী।

উদয়। কেন, ধাই-মা?

পান্না। আমরা তার বাপ করমচাঁদ রাওকে ব'লে কারাগারে মহারাণাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেম বোলে।

উদয়। তবে কি হবে, ধাই-মা? আর কি একটিবারও দাদার কাছে যেতে পাব না? দাদার জন্যে খাবার রেখেচি, দাদা খেতে পাবেন না?

পান্না। তোমারো যাবার যো নেই, তাঁরো খাবার যো নেই।

উদয়। (সরোদনে) তবে আমিও আর খাব না। চন্দন, এই খাবারগুলি নদীর জলে ফেলে দিগে, ভাই। (খাদ্যদ্রব্য প্রদান)

প্রহরিগণের সহিত জগমল রাওয়ের প্রবেশ।

(জগমলের প্রতি) আপনার পিতা অমন দয়াল, আপনি কেন এমন কঠিন?

জগ। তোমার দাদা কেন অমন অত্যাচারী?

উদয়। আপনার পিতা কেন অমন ক্ষমাশীল?

জগ। অপাত্রে ক্ষমা আর ভস্মে ঘৃতপ্রক্ষেপ সমান।

পান্না। মহারাণা চিতোরপতি বিক্রমজিৎ অপাত্র? আপনারা তাঁরি অন্নে প্রতিপালিত না?

জগ। ভ্রমে প'ড়ে তাঁর বিষান্ন ভোজন ক'রেচি; আর এ জীবনে সে পাপ-অন্ন স্পর্শও ক'র্‌বো না। বিক্রমজিৎ মানীর মান রাখ্‌তে জানেন না, গুণীর গুণ বুঝেন না। তিনি নরাধম, কৃতঘ্ন, অত্যাচারী!

উদয়। ধাই-মা, আর সহ্য হয় না। চল, আমরা কানে হাত দে, এখান থেকে চ'লে চাই।

জগ। যাও, কিন্তু আমার একটা বিশেষ আদেশ তোমায় পালন ক'র্‌তে হবে।

উদয়। রাজার ছেলেকে প্রজার আদেশ!

জগ। সে দিন আর নেই। তোমার অগ্রজের দোষে আজ তোমায়, প্রজা কেন, এক জন সামান্য ভৃত্যেরও আদেশ মান্‌তে হবে।

উদয়। কথনই না। আর এমন দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ কোরো না।

জগ। প্রহরিগণ! এখনি তোমরা উদয়সিংহকে রাজ-

প্রাসাদে নিয়ে যাও; আর যেন কোন মতে রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে এ বালক আস্‌তে না পারে। দ্বারে দ্বারে তোমরা প্রহরা দাও। আমি জানি, এ বালক বারম্বার সিংহাসনচ্যুত বিক্রমজিতের নিকট যাবার ইচ্ছা করে, চেষ্টা করে, গিয়েও থাকে। সেটা ভাল নয়, রাজনীতিবিরুদ্ধ।

পান্না। তবে তোমার মতে রাজকুমারকে রাজগৃহে রুদ্ধ ক'রে রাখাই রাজনীতিসঙ্গত?

জগ। অবশ্য। তুমি কি জান না, শত্রুর ভ্রাতাও শত্রু।

পান্না। শত্রুর পিতাও শত্রু?

জগ। তার সন্দেহ কি?

পান্না। কই, তা তো নয়। তা যদি হ'ত, তবে জগমল রাওয়ের পিতা করমচাঁদ রাওকে আমরা পরম মিত্র ভাবি কেন?

জগ। দেখ, পান্না, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া উচিত নয়। (প্রহরিগণের প্রতি) অবিলম্বে উদয়কে নিয়ে যাও। উদয়, এই আমার আদেশ।

পান্না। জগমল রাও, এখনও ক্ষান্ত হও। জান, আমি যে সে ধাত্রী নই—রাজধাত্রী;—ইতরজাতীয়া নারী নই—রাজপুত-রমণী। তুমি মনে ক'রেচ, উদয়ের মা নেই, কিন্তু ওর গর্ভধারিণী মা কর্ণবতী নেই বটে, স্তন্যদায়িনী ধাই-মা পান্না আছে। দেখি, কেমন কোরে তুমি মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নেও। (উদয়সিংহকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

জগ। সর্পশিশুকে পরিত্যাগ কর।

পান্না। উদয় সর্পশিশু! উদয় সুধাভরা চাঁদ।

জগ। পরিত্যাগ ক'র্‌বে কি না ?

পান্না। প্রাণ থাক্‌তে নয়।

জগ। প্রহরী, বলপ্রয়োগে উদয়কে কেড়ে নেও।

পান্না। সাবধান, আমায় ছুঁয়ো না।

জগ। শীঘ্র কেড়ে নেও। (প্রহরীগণের তদ্রূপকরণচেষ্টা)

উদয়। ধাই মা !

পান্না। জগমল রাও ! মহারাণা বিক্রমজিৎ অত্যাচারী, না তুমি ? যে অবলা রমণীর প্রতি বল প্রকাশ করে, তাকে মানব না দানব ব'ল্‌বো।

জগ। দেখ্, দুর্ভাষিণি, তোর অতিশয় স্পর্দ্ধা হয়েচে। প্রহরী, পান্নাকে বন্ধন কর, উদয়কে বন্ধন কর, পান্নার পুত্র চন্দনকেও বন্ধন কর।

পান্না। করমচাঁদ রাওয়ের উপযুক্ত পুত্রই বটে !

জগ। শীঘ্র বন্ধন কর।

পান্না। নতুন রাণা বনবীর এইবার তোমায় অর্দ্ধেক রাজসিংহাসন দেবে।

জগ। শীঘ্র বন্ধন কর। (পান্না, উদয় ও চন্দনকে প্রহরিগণের বন্ধনকরণ)

উদয়। জগমল রাও ! বেঁধেচ বেশ ক'রেচ, কিন্তু তোমাকে তোমার পিতার শপথ, একবার আমাদের এই বন্ধনদশায় আমার দাদার কাছে নিয়ে চল। বন্দীর কাছে বন্দী, পৃথিবীর লোক তোমার খুব যশোগান ক'র্‌বে।

জগ। বালকের মুখে ওরূপ রূঢ় পরিহাস কঠিন দণ্ড পাবার যোগ্য। প্রহরী, এদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে

নজরবন্দী ক'রে রাখ। এর পর, মহারাণা বনবীরের সহিত পরামর্শ ক'রে, যা উচিত হয়, করা যাবে।

বেগে করমচাঁদের প্রবেশ।

করম। জগমল! এ কি?

জগ। আপনাকে কে সংবাদ দিলে?

করম। তুমিই।

জগ। আমি!

করম। আজ বোলে নয়, মহারাণা বিক্রমজিতের কারাবাসের দিন হ'তে সর্ব্বদাই আমি তোমার প্রত্যেক কার্য্যের চিত্র চিন্তা ক'চ্চি, সর্ব্বদাই তোমার দিকে আমার দৃষ্টি, তাই এখন এখানে এসে প'ড়্‌লেম। জগমল, ক'রেচ কি!

পান্না। (সরোদনে) যা ক'ত্তে নির্দ্দয় দস্যুরও হৃদয় কেঁদে ওঠে, প্রাণ কেঁপে ওঠে, আপনার সদয়-হৃদয় পুত্র তাই ক'রেচে। রাও সাহেব! একবার দেখুন, দেখুন, রাজার ছেলের মুখপানে চেয়ে দেখুন। আহা, যে উদয়ের কোমল হস্ত রত্ন-বলয় ধারণ ক'ত্তেও কষ্টবোধ করে, আজ সেই হস্তে কঠিন রজ্জুর নিষ্পীড়ন দেখুন!

করম। পান্না, না কর রোদন,
যাও ভুলি হৃদয়-বেদন।
করিলাম সবাকার বন্ধনমোচন।
যাও, পান্না, পুত্র দুটি ল'য়ে প্রাসাদ-নিলয়ে।
কুমার উদয়, কাতরহৃদয় না হইও আর,
মুছ অক্ষিধার, ভুল দুঃখভার।

চন্দন, উদয়ে লইয়ে সাথে
খেল গিয়ে লীলা-গৃহে।
এর পর করিব সাক্ষাৎ।

পান্না। মঙ্গল হউক তব, করুণহৃদয় বীরবর!
তুমিই রক্ষক এবে আমাসবাকার।
সম্পদে বিপদে তুমি ভরসা আমার।

[উদয় ও চন্দনকে লইয়া পান্নার প্রস্থান

জগ। পিতা তুমি, চিরপূজ্য মোর,
তেঁই আমি সহিনু এ জ্বালা;
কিন্তু নারিব ভুলিতে।
তব অপমান পলে পলে দহে দেহপ্রাণ।

করম। অপমান কিবা ইথে?

জগ। পারিলে বুঝিতে,
না কহিতে হেন কথা।
সীমাতীত স্নেহের বন্ধনে
আত্মমান ভুলিয়াছ, পিতা।
অতিস্নেহ অরি সম অরি,
গর্ব্বখর্ব্বকারী মানহারী সুনিশ্চয়।
নহে কেন, গৌরববিনাশী নীচ বিক্রমের তরে
আত্মহারা হবে তুমি?
বিক্রমের অনুজ উদয়,
সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে অগ্রজদর্শন।
সেটা কভু সমুচিত নয়।

আরো অপমান হইবে তোমার,
তব ঘোর অপমানে মান যাবে মোর,
মর্ম্মাহত হব শতগুণে।

করম। বৎস, তুমি যদি অত্যাচারী হও,
কর মোর অপমান,
সবে না কি মোর প্রাণ?
তোমাতে বিক্রমে—তোমাতে উদয়ে
তিলমাত্র বিভিন্নতা নাই।

জগ। যাই বল, মন মোর না মানে সান্ত্বনা।
যাই আমি; প্রণিপাত, পিতা!

[প্রহরিগণের সহিত প্রস্থান।

করম। পিতা আমি মনে যেন থাকে।
গুরুবাক্য পিতার বচন, করিও স্মরণ।
(চিন্তা করিয়া) কিন্তু দারুণ সন্দেহ।
পুত্রের মুখের ভাবে
স্পষ্টরূপে প্রকাশিছে অন্তরের ছায়া।
কি জানি, আবার কিবা ঘটে।
ভগবান্ মহাদেব,
রক্ষা কর বিক্রম, উদয়ে, দয়াময়!
এক দিকে সমস্ত সর্দ্দার বড়ই দুর্ব্বার,
এক দিকে একা বৃদ্ধ আমি,
ও দিকে আবার বনবীর রাজসিংহাসনে।
নিদারুণ শঙ্কা মনে,

শঙ্কাহারী হে শঙ্কর!
নাশ হে শঙ্কট-শঙ্কা অভয় প্রদানে

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—শীতলসেনীর নিভৃত কক্ষ।

শীতলসেনী ও ছদ্মসন্ন্যাসিবেশী শিকরবল।

শীতল। ঠিক্ হয়েচে, যেমন ব'লেচি, তেম্নি সন্ন্যাসীর বেশ। এইবার তুমি চিতোর নগরের দক্ষিণ দিকের অরণ্যে ভবানী-দেবীর মন্দিরে যাও। খুব সাবধান, কোন মতে যেন তোমার আত্মপ্রকাশ না হয়।

শিকর। দেবি, আপনার যুক্তি-কৌশলে যে সাজে সেজেচি, নিজেকে নিজেই চিন্‌তে পাচ্চিনি, তা অন্য পরে কা কথা।

শীতল। আমার পুত্র আজ সন্ধ্যার পর ভবানীমন্দিরে যাবে, দেবী পূজা ক'র্‌বে, তুমি সেই সময় আমার পরামর্শ মত তার ভাগ্য গণনা ক'র্‌বে; একটি কথারও যেন নড়চড় না হয়।

শিকর। আমি আপনার কথাগুলি মুখস্থ ক'রে রেখেচি, কাগজেও লেখা আছে, আটকালে কাগজ দেখে খট্‌কা ভাঙ্‌বো।

শীতল। বনবীরের সাম্নে কাগজ টাগজ দেখো না, ধরা পড়বার ভয়।

শিকর। আপনার কৃপায় সে জ্ঞানটা আমার খুব।

শীতল। তবে এখন সেখানে যাও।

শিকর। এবারকার পুরস্কার নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন ব'লেচেন, কিন্তু আমার আর একটি নিবেদন আছে।

শীতল। কি ?

শিকর। আমার পরিবারকে এক লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা যদি———

শীতল। তার চিন্তা কি ? নিশ্চয় দেবো। তা ছাড়া তোমার পরিবারকে নগদ এক লক্ষ টাকা যৌতুক দেবো।

শিকর। আপনার অপার দয়া, অনন্ত স্নেহ। আর দুটি প্রার্থনা।

শীতল। কি কি ?

শিকর। একশো আরবী ঘোড়া, পঁচিশটি আসামী হাতী মায় খোরাক।

শীতল। আচ্ছা, তাই হবে, এখন যাও।

শিকর। আজ্ঞে যাই। আর ব'ল্‌তে সাহস হয় না, তবে আপনি না কি সাক্ষাৎ করুণা, তাই—তাই——

শীতল। আবার কি ?

শিকর। "রাও" উপাধিটের তত জলুস্ নেই। করমচাঁদও "রাও", তার ছেলে জগমলও "রাও"।

শীতল। তুমি তবে কি উপাধি চাও ?

শিকর। আজ্ঞে, "মহারাও"। যথা—"মহারাও শিকরবল সিংহ বাহাদুর হ য ব র ল" শুন্‌তে খুব ভয়ঙ্কর জমাট হবে।

শীতল। আচ্ছা, তাই পাবে।

শিকর। আহা, আপনি সাক্ষাৎ কল্পতরু।

শীতল। আর বিলম্ব ক'র না, যাও।

শিকর। আজ্ঞে, বিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি। শীগ্‌গির চ'লে গেলে, আপনার এই অনুগত ভৃত্যাদপি ভৃত্যের এতগুলি প্রার্থনা পূর্‌তো কি ?

শীতল। বিলম্বে শুধু তোমারই কার্য্যসিদ্ধি, আমার যে অসিদ্ধি।

শিকর। উভয়তই সিদ্ধি ; কারণ সিদ্ধিদাতা গণেশজী ভরসা।

শীতল। সন্ধ্যে হয় হয়, আর বিলম্ব ক'র না, যাও।

শিকর। (স্বগত) মাগীর প্রত্যেক কথার নেজুড়—যাও, কথায় কথায়—যাও, ঘূরে ফিরে—যাও। আরো কতকগুলো দাবী দাওয়া আমার মনে জোঁকের মত কিলিবিলি হিলিবিলি ক'চ্চে, মুখ ফুটে ব'ল্‌তে ভয় হয়, কিন্তু না ব'ল্‌লেও নয়। যা থাকে কপালে, একটাও নেহাৎ ব'লে ফেলি।

শীতল। আঃ, বিলম্ব ক'চ্চ কেন ? যাও না।

শিকর। আজ্ঞে, এই যে। (কিয়দ্দূর গিয়া) আজ্ঞে, আর একটা মাত্র।

শীতল। তোমার আশা যে আর মেটে না।

শিকর। আজ্ঞে, আশা বৈতরণী নদী—আগা নেই, গোড়া নেই—কূল নেই, চড়া নেই—ভাঁটা নেই, ঘাটা নেই—কেবল জোর জোয়ার।

শীতল। তা ভয় কি ? নিশ্চয় তোমায় বৈতরণী পার ক'র্‌বো। এখন যাও।

শিকর। (স্বগত) দূর হোক্‌গে ছাই, খালি যাও যাও। একটিবারও ব'ল্লে না—দাঁড়াও।

শীতল। আঃ, তুমি বড় অলস। তোমা হ'তে দেখ্‌চি আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে না। অন্য লোক ঠিক করি।

শিকর। (স্বগত) এই রে, গাছে তুলে মই সরায়। (প্রকাশে) দেবি, নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি। এই যাই—যাই—যাই।

[প্রস্থান।

শীতল। জালপত্র কৌশলে রচিয়া
পাঠায়েছি পুত্রের গোচরে।
সেই পত্র হস্তগত হইয়াছে তার।
দেখি, কিবা ফল ফলে তাহে।
সুফল ফলিবে সুনিশ্চয়,
অবশ্যই হব—রাজমাতা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোরনগরের পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যমধ্যে ভবানীমন্দির।

(মন্দিরমধ্যে ভবানীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা)

গুপ্তপত্রহস্তে সশস্ত্র বনবীরের প্রবেশ।

বন। বড়ই দারুণ পত্র।
কেবা মোর হেন হিতকারী,
যাঁর প্রাণ কাঁদিল কাতরে বাঁচাইতে মোর প্রাণ?
যিনিই হউন তিনি,
তিনি মোর প্রাণদাতা পরমদেবতা।

কি আশ্চর্য্য,
সুগভীর ষড়যন্ত্র বিরুদ্ধে আমার করেছে সর্দ্দারগণ।
বিক্রমজিতেরে, নবসন্ধি করি, পুন দিবে সিংহাসন?
দিক্ ক্ষতি নাহি তায়,
আমারও ইচ্ছা তাই।
যার রাজ্য সে লউক,—রাজা সেই—
আমি শুধু রাজপ্রতিনিধি।
কিন্তু এ কি কথা!—
মোরে হত্যা করি,
সুবিশাল ভূসম্পত্তি ঐশ্বর্য্য আমার
লবে সবে ভাগাভাগি করি!
ওঃ, কি কুটিল নবসন্ধি!
কি জটিল রহস্য গভীর!
তিলমাত্র অপরাধে নহি অপরাধী,
আমারই ধনপ্রাণে দারুণ আঘাত!
বুঝিয়াছি—
কূটবুদ্ধি জগমল আর আর সর্দ্দারের সনে
ছল করি বিক্রমেরে কৈল কারাবাসী,
আমারে করিল রাজা।
পুন নবসন্ধিরূপ কৌশলের জালে জড়ায়ে তাহারে,
আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে, দেহ প্রাণ বলি দিয়ে,
ষড়যন্ত্র করিবে পূরণ।
ভাল, দেখা যাক্, কার ভাগ্যে কিবা ঘটে।
গুপ্তপত্রে লেখা আছে;—

এই জনশূন্য বনে দুরাত্মারা আসি
নিশাকালে ষড়যন্ত্র করে।
ষড়যন্ত্র হবে আজি ভেদ,
ঘুচাব মনের খেদ।
বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া থাকি।
দেখি, পাপাত্মারা কতক্ষণে আসে।

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

ছদ্মসন্ন্যাসিবেশী শিকরবলের প্রবেশ।

শিকর। জয় মা ভবানি!

বন। (বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত) কে ইনি? সন্ন্যাসী?

শিকর। মা জগদম্বে, তুমি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বড় দুঃখের কথা, তুমি থাক্‌তে চিতোরে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হ'চ্চে।

বন। (স্বগত) কি! চিতোরে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত! বড় ভয়ঙ্কর কথা! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'চ্চে। এই সাধু সন্ন্যাসী কেন এমন কথা ব'ল্‌লেন? জিজ্ঞাসা করি। (নিকটে আসিয়া প্রকাশে) প্রভু, প্রণাম করি।

শিকর। জয় হোক্। (স্বগত) এই যে বনবীর উপস্থিত। খুব সাবধানে আমায় কথা কইতে হবে।

বন। আপনি চিতোরে মহাপ্রলয়ের কথা কি ব'ল্‌ছিলেন?

শিকর। তুমি কে?

বন। আপনার ভৃত্য।

শিকর আমার ভৃত্য?

বন। আপনি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী, আমি ক্ষত্রিয়।

শিকর। মঙ্গল হোক্, জয় হোক্।

বন। চিতোরে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত——

শিকর। হাঁ, সে বড় ভীষণ ঘটনা।

বন। আপনি কিরূপে জান্‌লেন?

শিকর। আমি যোগী, যোগবলে সমস্ত জান্‌তে পেরেচি। ভীম প্রলয়!—নিদারুণ ঘটনা!—ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র!—কুটিল রহস্য!—পৈশাচিক স্বার্থ!—ভীষণ অনর্থ!—লোমহর্ষণ হত্যা!

বন। (সবিস্ময়ে) বলেন কি! লোমহর্ষণ হত্যা!

শিকর। যোগবলে মানব-হৃদয়ের সমস্ত চিত্র প্রকাশ পায়।

বন। অনুগ্রহ ক'রে আমার কৌতূহল পূর্ণ করুন।

শিকর। তবে শোনো, বৎস! চিতোরের পদচ্যুত মহারাণা বিক্রমজিৎ সিংহ আর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয় সিংহ এই প্রাণি-হত্যার মূল। সেই দুই জনকে অবলম্বন ক'রে, জগমল প্রভৃতি সর্দ্দাররা, পৃথ্বিরাজপুত্র বনবীরকে হত্যা ক'রবে, তাঁর সমস্ত ভূসম্পত্তি, ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ ক'রে, পুনর্ব্বার বিক্রমজিৎকে চিতোরের রাজসিংহাসন অর্পণ ক'রবে।

বন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, লিপিমর্ম্ম, যোগিবাক্য এক যে। (প্রকাশে) দেব! এর কোন প্রতীকার হবে না?

শিকর। প্রতীকার? হাঁ প্রতীকার হ'তে পারে, যদি বনবীর সিংহকে তাঁর কেউ পরম সুহৃদ্ অগ্রে সতর্ক করে। তোমার সঙ্গে বীরবর বনবীর সিংহের আলাপ পরিচয় আছে কি?

বন। আছে।

শিকর। একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার ধ্যান ক'রে দেখি। (তদ্রূপ করিয়া) ওহো, তুমিই স্বয়ং বনবীর সিংহ যে!

বন। (স্বগত) ইনি কি কোন দেবতা? ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমস্তই যে এঁর মনোদর্পণে প্রতিফলিত। (প্রকাশে) যোগিবর, প্রণাম করি, আমিই আপনার দাসানুদাস বনবীর সিংহ।

শিকর। অতি উত্তম, অতি উত্তম। জগন্মাতা ভবানীদেবীই তোমার সহায়, নৈলে এ হেন ভয়ঙ্কর ঘটনার সূত্রপাত সময়ে তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হবে কেন? আমি আরো দেখ্‌চি, তুমিই চিতোর-রাজসিংহাসনের একমাত্র চিরাধিকারী—রাজা। রাজপুতানার সুবিশাল মিবাররাজ্য তোমারই—প্রজাগণ তোমারই—অতুল ঐশ্বর্য্য তোমারই। সাবধান, বৎস, খুব সাবধান। রাজসিংহাসন নানারত্নে খচিত বটে, কিন্তু ওর এক একটি রত্ন এক একটি তীক্ষ্ণধার কণ্টক, সহজে ওতে উপবেশন করা যায় না। আর বেশী কি ব'ল্‌বো, বুঝে সুঝে কাজ কর। নিজের ঐশ্বর্য্য, নিজের প্রাণ বড় আদরের বস্তু। তুমি বুদ্ধিমান, বুঝ্‌তেই পাচ্ছো, আমার বলা বাহুল্য।

বন। যোগিরাজ, কোটি কোটি প্রণতি তোমার পায়,
নিরুপায়ে তুমি সদুপায়।
তোমার কৃপায় হ'ল মোর প্রাণরক্ষা-পথ।
(স্বগত) এক দিকে পত্রের রচন,
অন্য দিকে যোগীর বচন,
মধ্যস্থলে বনবীর।
আর তিলমাত্র নাহিক সন্দেহ।

আজি এই ঘোর নিশাকালে
যোগিবাক্য হইবে সফল—প্রলয়, প্রলয়, প্রলয়!
কিন্তু বিপরীত স্রোতে গতি তার।
যোগিবাণী—আমি চিতোরের রাজা;
এঁর এই মহাবাক্য হইবে সফল।
চিতোরে আসিয়া,
এক দিনো বসি নাই রাজসিংহাসনে।
কালি প্রাতে সূর্য্যোদয় সনে
নিশ্চয় বসিব আমি রাজসিংহাসনে।

শিকর বৎস, নীরবে কি চিন্তা ক'চ্চ? নিজপ্রাণে ভয় পেয়েচ কি?

বন। ভয়?—ভয়?
না, সন্ন্যাসী, এক্ষণে নির্ভয়,
দারুণ দুর্জ্জয় আমি।
একপ্রাণ রক্ষাহেতু বহুপ্রাণ করিব বিনাশ।

শিকর রাজনীতির মূলমন্ত্রও তাই। কিন্তু বিলম্বে কার্য্য-হানি।

বন। অবিলম্বে—অদ্যই রজনীকালে।

শিকর সে কিরূপ?

বন। বন্দী বিক্রমেরে, উদয়েরে,
আর সেই ষড়যন্ত্রী দুষ্ট জগমলে—
সেই কূটবুদ্ধি পাপী সর্ব্বানিষ্ট-মূল—
এ তিনেরে নিজ হস্তে করিব সংহার।
অবশিষ্ট সর্দ্দারগণেরে চিরবন্দী করিয়া রাখিব।

প্রয়োজন হ'লে
এ অসি করিবে পান তাদেরো শোণিত।

শিকর। কিন্তু একটা বিশেষ কথা,—তুমি একা, শত্রু অনেক, সুতরাং গোপনে গোপনে এই ভীষণ অথচ প্রয়োজনীয় কার্য্য তোমায় ক'ত্তে হবে। রাজনীতির নিয়মই এই, সাম, দান, ভেদ, বিগ্রহ। অগ্রে অপর্য্যাপ্ত অর্থদানে ভৃত্য আর সৈন্যগণকে বশীভূত কর, শত্রুদের সঙ্গে তাদের ভেদ ঘটাও, তা হ'লেই বিনা বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হবে।

বন। প্রভো, ভবদাশীর্ব্বাদে রাজনীতি জানি সবিশেষ।
কণিকের চাণক্যের নীতিসূত্র জানি।

শিকর। শত্রুকুলনাশিনী জগদম্বা ভবানী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বেন, যোগবলে তাও আমার প্রত্যক্ষ হ'চ্চে। যাও, বৎস, স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হও।

বন। দেব! আরো যদি কিছু জান্‌বার প্রয়োজন হয়।

শিকর। কল্য সন্ধ্যার পর এখানে এসো।

বন। প্রণাম।

শিকর। জয়োঽস্তু।

[বনবীরের প্রস্থান।

আর কি, এইবার মার দিয়া কেল্লা! কালই শীতলসেনীর কাছে আমার সমস্ত পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবো। আজ ফকির, কাল আমীর, সাবাস্ ফিকির। আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। জগদম্বাকে দণ্ডবৎ ক'রে চ'লে যাই; কি জানি, যদি জাগ্রত হন। (সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামকরণ)

মিষ্টান্নপাত্রহস্তে শীতলসেনীর দূরে প্রবেশ।

শীতল। শিকরবল!

শিকর। (চমকিত হইয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া স্বগত) অ্যাঁ, অ্যাঁ! নাম ধ'রে ডাকে কেও? চোরধরা নাকি!

শীতল। শিকরবল!

শিকর। শিকরবল কে? আমি নির্লোভানন্দ পরিব্রাজক পরমহংস যোগী।

শীতল। শিকরবল!

শিকর। (স্বগত) আমলো, ফের শিকরবল! ভাল ল্যাটা! (প্রকাশে) আরে তুমি কে হে?

শীতল। (নিকটে আসিয়া) শিকরবল!

শিকর। (দেখিয়া সসম্ভ্রমে) ও, আপনি। অন্ধকারে চিন্তে পারি নি, মাপ ক'র্‌বেন। তা আপনি কেন এখানে?

শীতল। মাতা ভবানীর পূজা দিতে এসেচি। তুমি দেবীকে এই সব মিষ্টান্ন নিবেদন ক'রে দাও, কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাও।

শিকর। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে। (স্বগত) খিদেটাও বড় বেড়েছিল, মা ভবানী অম্নি প্রসাদের পথ দেখিয়ে দিলেন। (প্রকাশে) দিন্, মাকে নিবেদন ক'রে দি। (তদ্রূপকরণ)

শীতল। (স্বগত) গাছের আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপার জান্‌তে পেরেচি। আমার কৌশল অদ্যই সফল হবে, কাল রাজমাতা হব। কিন্তু এই মহালোভী শিকরবলটাকে অগ্রে মেরে ফেলা চাই। কাঁটায় কাঁটা তুল্‌তে হয় বটে, কিন্তু দুটোই তো কাঁটা। সময় পেলে সেটাও তো পায়ে ফুট্‌তে পারে। কাজে কাজে শিকরবলটাকেও জীবিত রাখা উচিত নয়।

এ যেরূপ লোভী, একে বিশ্বাস কি? আবার অন্যের কাছে অর্থের লোভ পেলে, আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পারে। পারে কেন?—ক'রবেই। এই মেঠাইগুলোর ভেতোর বিষ আছে, খেলেই ঘুমের ঘোর, আড়াই দণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু।

শিকর। দেবি, মহাদেবীকে মিষ্টান্ন নিবেদন ক'ল্লেম।

শীতল। প্রসাদী মেঠাইগুলি খাও।

শিকর। আজ্ঞে তা খাচ্চি। পুরস্কারগুলি কি কল্যই পাব?

শীতল। বনবীর এসেছিল?

শিকর। আপনি আর খানিক আগে এলেই দেখ্‌তেন। আপনার পরামর্শ মত সব ঠিক্ ঠাক্। আজি রাত্রে বিক্রমজিৎ, উদয়, জগমল এক্কেবারে বৈতরণীপার!

শীতল। অ্যাঁ, বল কি!

শিকর। সম্মুখে জগদম্বা, দিব্যি ক'রে ব'ল্‌চি সব ঠিক্।

শীতল। আচ্ছা, আমিও ঠিক ক'চ্চি। তুমি মেঠাই খাও।

শিকর। যে আজ্ঞে। (মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া) অতি উপাদেয়, অতি পরিপাটী।

শীতল। একসঙ্গে আমাদের যাওয়া উচিত নয়। আমি আগে যাই, তুমি খানিক পরে যেয়ো। আজ বাড়ীতে থেকো, কাল সকালে আমার কাছে যেয়ো।

[শীতলসেনীর প্রস্থান।

শিকর। উঃ, মরা পেটে ভরা আহার, বড় আলিস্যি ধ'চ্চে, ঘুম পাচ্চে, গা যেন এলিয়ে প'ড়্‌চে, চোক চাইতে পাচ্চিনি, খানিক ঘুমুই, তার পর যাব। (নিদ্রা)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—দুর্গস্থ কারাগার।

কারাগারমধ্যে খট্টার উপর বিক্রমজিৎ
নিদ্রিত ও বহির্ভাগে প্রহরিগণ
দণ্ডায়মান।

কিয়ৎক্ষণ পরে ছোরাহস্তে বনবীরের প্রবেশ।

বন। (স্বগত) বিশ্বাস—বিশ্বাস—বড়ই গভীর।
বিশ্বাসী—বিশ্বাসী—ততোঽধিক গভীর বচন।
এই বিশাল পৃথিবীতলে অসংখ্য মানব,
কিন্তু বিশ্বাসী তো একজনো নয়।
সকলেই অবিশ্বাসী,
কি নারী—কি নর সকলেই অবিশ্বাসী।
মানুষের দেহ বাক্য মন ইন্দ্রিয়নিচয়
কখনই বিশ্বাসের নয়।
অবিশ্বাস পাপমৃত্তিকায় মানবের পাপ কায়,
অবিশ্বাস-বস্তু দিয়া গড়িল বিধাতা
অবিশ্বাসী মানবমণ্ডলী।
ছি ছি, তবে আমি কোন্ প্রাণে

অবিশ্বাসী নরগণে
সরল বিশ্বাস সনে আলিঙ্গিতে চাই ?
বরঞ্চ করিব আমি বিষময় ভুজঙ্গে বিশ্বাস,
মানবেরে না বাঁধিব বিশ্বাস-বন্ধনে।
অবিশ্বাসী—ষড়যন্ত্রী কুটিল মানব।
(প্রকাশে) প্রহরী !

১ম প্র। মহারাজ !

বন। রুদ্ধ না উন্মুক্ত কারাদ্বার ?

১ম প্র। রুদ্ধ।

বন। চাবি দাও।

১ম প্র। মহারাজ !——

বন। চাবি দাও।

১ম প্র। এই নিন্।

বন। (চাবি গ্রহণ করিয়া) যাও সবে এ স্থান হইতে।
ডাকিলেই আসিবে আবার।
যাও—যাও—শীঘ্র যাও।

[প্রহরিগণের প্রস্থান

(চাবি খুলিয়া কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বগত)
এই যে, এ নিদ্রায় বিভোর।
নিদ্রিত জনেরে হত্যা করা অনুচিত।
জাগরিত করি।
না, জাগাব না।
বিক্রমের কিবা দোষ ?

বিক্রম যে ভ্রাতা মোর—চিতোরের রাজা।
এ তো কিছুই জানে না।
কেন তবে রাজহত্যা ?
ফিরে যাই—কাজ নাই—ফিরে যাই।
অবিশ্বাসী—ষড়যন্ত্রী দুষ্ট জগমলে—
জয়সিংহ, জৈমুসিন্দিলেরে,
আর আর পিশাচ সর্দ্দারগণে করিগে বিনাশ।
কণ্টক-সঙ্কট তারাই আমার।
ভাই বিক্রম! ঘুমাও ঘুমাও তুমি।
অজ্ঞাতে আসিনু—অজ্ঞাতে ফিরিয়া যাই।
রজনীর শান্তিময় কোলে ঘুমাও ঘুমাও, ভাই!
(কারাগারের বহির্ভাগে কিয়দ্দূর আসিয়া)
এ কি, কোথা যাই ?
অবিশ্বাসী প্রত্যেক মানব,
তবে কোথা যাই ?
অবিশ্বাসী সর্দ্দারগণের দোষে
বিক্রমেও কোনক্রমে না করি বিশ্বাস।
লোক সঙ্গগুণে গুনী হয়—সঙ্গদোষে দোষী ;
তেঁই বিক্রমও দোষী—অবিশ্বাসী।
বিক্রমেরে রাখিলে জীবিত,
নিজের জীবনে আমি হইব বঞ্চিত।
সর্দ্দারেরা মোরে বধি এরেই তো দিবে সিংহাসন।
মরিলে বিক্রম,
দুষ্টদের পরাক্রম নাহি রবে আর,

চিতোরের সিংহাসনে কেবা আর উত্তরাধিকারী ?
হাঁ, আছে আছে। কে সে ?
বিক্রমের অনুজ উদয়।
সেও আজ বিক্রমের সঙ্গী হবে।
এ পৃথিবী এ দুই ভ্রাতার নহে আর,
এ দোঁহার নহে আর রাজসিংহাসন।
এ দুই কণ্টক চূর্ণ হলে,
আমি বই কেহ নাহি আর চিতোররাজ্যের অধিকারী।
এই ঘুচাই কণ্টক।
(পুনর্ব্বার কারাকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশে)
বিক্রম ! বিক্রম !

বিক্রম। (জাগরিত হইয়া) কে তুমি ?
অন্ধকারে না পারি চিনিতে।

বন। চিনিয়াও কাজ নাই।
অন্ধকারে আছ, অন্ধকারে থাক চিরকাল।
এ তো অতি তুচ্ছ অন্ধকার—
পৃথিবীর অন্ধকার ;
অনন্তের চির-অন্ধকারে রাখিব তোমারে।

বিক্রম। অনন্তের চির-অন্ধকারে !
তবে তুমি হত্যাকারী !

বন। আমি চিতোরের একমাত্র অধিকারী।

বিক্রম। ও, কে ? বনবীর ?

বন। চিনেছ ? উত্তম।
কিন্তু এ চেনায় নাহি ফলোদয়।

বিষবৃক্ষে তুমি বিষফল,
আমার জীবনগ্রাসী।

বিক্রম। সে কি! তোমার জীবনগ্রাসী আমি!
তোমার শপথ, বনবীর,
স্বপ্নেও ভাবিনি কভু অনিষ্ট তোমায়।
রাজচ্যুত বন্দী আমি,
কারাগারে অশ্রুধারে ভাসি দিবানিশি,
কারো নহি প্রাণগ্রাসী।
দুর্ব্বলের প্রাণ তোমা হেন প্রবলের কি করিতে পারে?

বন। সামান্য অগ্নির কণা
সমস্ত অরণ্য পারে ভস্ম করিবারে।

বিক্রম। পারে,
কিন্তু বায়ুর সাহায্য বিনা কিবা শক্তি তার?
অসহায় চিরবন্দী আমি।

বন। সমস্ত সর্দ্দারগণ সহায় তোমার।

বিক্রম। কি কি! সমস্ত সর্দ্দারগণ সহায় আমার!
তাই যদি হবে, কারাগারে কেন তবে?

বন। উদ্দেশ্য গভীর—রহস্য জটিল।

বিক্রম। কি বলিছ? কিছুই না বুঝি।

বন। ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র!—ঘোর অবিশ্বাস!

বিক্রম। দোহাই ঈশ্বর!
ষড়যন্ত্রে অবিশ্বাসে লিপ্ত নহি আমি।

বন। লিপ্ত না থাকিতে পার,
কিন্তু তুমি মূল।

অগ্রে করি মূলোচ্ছেদ,
মূল গেলে শাখাগুলা কতক্ষণ আর ?

(বক্ষে ছোরাঘাত)

বিক্রম। (খট্টোপরি পতিত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণায়)
ধিক্ কাপুরুষ নীচ বনবীর !
ধিক্ নির্দ্দোষবিনাশী !
ধিক্ অসহায় বন্দিহত্যাকারী !

বন। এখনো জীবিত ! (পুনর্ব্বার ছোরাঘাত)

বিক্রম। ওঃ ! ওঃ ! ঈ—শ্ব—র ! (মৃত্যু)

বন। (কারাকক্ষের বাহিরে আসিয়া) প্রহরী ! প্রহরী !

প্রহরিগণের পুনঃপ্রবেশ।

১ম প্র। (বিক্রমজিতের নিহত দেহ দেখিয়া সভয়ে)
মহারাজ ! এ কি !

বন। চুপ্।
এই লও মুক্তাহার, অঙ্গুরী ভূষণ,
আইস আমার সাথে।
এইবার ঘুচাইব দ্বিতীয় কণ্টক !

[সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজপ্রাসাদস্থ অলিন্দ।

পান্নার প্রবেশ।

পান্না। আহা! রাজার ছেলের কপালেও এত দুঃখ, এত কষ্ট। যে ছেলে সন্ধ্যের হাওয়া লাগলে ঘুমে ঢ'লে পড়্‌তো, এখন তার চ'খে ঘুম নেই। এত রাত্তির, তবু খালি জেগে জেগে ভাবে। আজ কত কোরে ভুলিয়ে ভালিয়ে, গল্প ক'রে ঘুম পাড়িয়েচি। আমার স্নেহের বাছা, আমার স্নেহের চন্দনের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে প'ড়েচে। আমার দুটি চক্ষু যেন একসঙ্গে চক্ষু বুজে বিছানা আলো ক'রে আছে। এইবার যাই, বাছাদের কোলে কোরে আমিও একটু শুইগে।

[প্রস্থান।

বেগে সাগর বারীর প্রবেশ।

সাগর। (ভয়ে শশব্যস্তে) কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক কাণ্ড! কই, পান্না ধাই কই? এ ঘরে তো নেই; কোথা গেল? রাজকুমারের শোবার ঘরে আছে কি? দেখি দেখি। ভগবান রক্ষে কর, মহাদেব রক্ষে কর।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজপ্রাসাদ—উদয়ের শয়ন-কক্ষ।

(দূরে দীপাধারে প্রদীপ প্রজ্বলিত)

পর্য্যঙ্কোপরি চন্দন নিদ্রিত ও তাহার বক্ষোপরি মস্তক রাখিয়া উদয় নিদ্রিত।

দূরে পান্না দণ্ডায়মানা।

পান্না। আহা, যেন দুটি আধ-ফোটা পদ্ম-ফুল, একটির গায়ে একটি লুটিয়ে প'ড়েচে।

সাগর বারীর প্রবেশ।

সাগর। (পশ্চাদ্দিক্ হইতে পান্নার পৃষ্ঠদেশস্পর্শকরণ)

পান্না। (চমকিত হইয়া) কে? সাগর? এ কি, তোমার মুখের ভাব এমন কেন? কি হয়েচে?

সাগর। সর্ব্বনাশ হয়েচে! কারাগারে বনবীর প্রবেশ ক'রে মহারাণাকে হত্যে ক'রেচে। ছোট রাজকুমারকে এখনি হত্যে ক'র্‌বে। এলো, এলো, শীগ্‌গির বাঁচাবার উপায় কর।

পান্না। (অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া) অ্যাঁ, সে কি! বল কি তুমি?

সাগর। আমার ভাই হ'চ্চে মহারাণার ভাণ্ডারী, সেই কি ক'রে জান্‌তে পেরে, গোপনে আমায় খবর দিয়ে গেলো। খবর পেয়েই দৌড়ে এলুম। আর কথা ক'বার সময় নেই। এলো এলো—শীগ্‌গির উপায় কর।

পান্না। কি সর্ব্বনাশ! তাই তো, কি উপায় করি? রাজবাড়ীর দোরে দোরে প্রহরী। কি ক'রে রাজকুমারকে নিয়ে পালাই। (ভাবিয়া) আচ্ছা, এক কাজ কর, দেখ তো ও ঘরে ঐ ফলের ঝোড়াটায় লতাপাতাগুলো আছে কি না?

সাগর। দেখি। (নিকটে গিয়া) আছে।

পান্না। আস্তে আস্তে ঘুমন্ত উদয়কে তোলো, আমিও ধরি। ঐ ঝোড়ার ভেতোর শোয়াও। খুব সাবধান, ঘুম না ভাঙে। (উভয়ের নিদ্রিত উদয়কে তুলিয়া ঝোড়ার মধ্যে রক্ষা করণ)। এইবার মুখের কাছে ফাঁপা কোরে আগাপাস্তলা এই লতা পাতাগুলো ঢেকে ফেল। (উভয়ের তদ্রূপ করণ)। এইবার ঐ ঝোড়াটা তুমি মাথায় কোরে, রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। বরাবর বেরীশ নদীর ধারে গিয়ে, সেই তেঁতুল গাছ-টার তলায় থাক গে। খানিক পরে আমি যাচ্চি। প্রহরীরা জিজ্ঞেসা কোল্লে ব'লো,—ঝোড়ায় ফল। যদি ভগবান উদয়কে বাঁচান তো এই উপায়, নৈলে আর রক্ষে নেই।

সাগর। তোমার ছেলে নিয়ে, তুমিও অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে এস।

পান্না। তুমি এগোও, আমি যাচ্চি। ভয় কোরো না, সাহসে বুক বেঁধে চ'লে যাও। খুব সাবধান, উদয়কে মহারানার হত্যার কথা বলো না।

[ঝোড়া লইয়া সাগর বারীর প্রস্থান।

কি করি? চন্দনকে নে কোন্ পথ দে পালাই? অন্যঘরে ছেলে নিয়ে নুকুই। (নিদ্রিত চন্দনকে ক্রোড়ে গ্রহণ চেষ্টা, কিন্তু নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ঐ বুঝি এল! আর উপায় নেই। বাছাকে কাপড় ঢেকে রাখি, প্রদীপ নিবিয়ে দি। (তত্তৎকরণ)

বেগে রক্তাক্তবস্ত্রে ছোরাহস্তে বনবীরের প্রবেশ

বন। এ কি! অন্ধকার গৃহ!
এই অন্ধকারে সর্পশিশু—দ্বিতীয় কণ্টক মোর।

পান্না। (বেগে সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া সভয়ে)
এ কি! এ কি মূর্ত্তি, বীরবর!

বন। উদয় কোথায়?

পান্না। কেন উদয়কে?

বন। (ছোরা দেখাইয়া) এই দেখ্!

পান্না। (পদমূলে পতিত হইয়া সরোদনে)
না না, মহারাজ!
ক্ষমা কর, ভিক্ষা দাও দুখিনীর ধনে।
ধরি হে চরণে,
পরম দয়াল তুমি।

বন। কোন কথা শুনিব না,
বল্ শীঘ্র, কোথায় উদয়?

পান্না। আহা, সে যে কোমল ফুলের বক্ষ,
ছোরা তব কঠিন লোহার।

বন। শুধু ছোরা নয়,
হৃদয়ো আমার কঠিন লোহার।
বল্, কোথায় উদয়?

পান্না। রাজা তুমি, রাজবুদ্ধি ধর,
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর।
ভিক্ষা দাও উদয়েরে,
অন্য দেশে নিয়ে যাই তারে।

দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করি খাওয়াইব,
তোমার শপথ, আর হেথা না আসিব।

বন। বল্ বল্ কোথায় উদয়?

পান্না। এই পাতিয়া দিলাম বক্ষ,
হান অস্ত্র মহাবলে।

বন। দ্যাখ্, নিশাচরি,
তুই যত অনিষ্টের মূল,
তোরি স্তন্যপানে
দিনে দিনে বাড়িয়াছে ভুজঙ্গ-তনয়!
তবু, এখনো বাসনা তোর বাড়াইতে তারে?
কিন্তু, সে আশা বিফল।
জেনে শুনে, কোন্ প্রাণে
প্রাণঘাতী ভুজঙ্গের প্রাণ রাখিব জীবিত?
সূর্য্যও যদ্যপি পড়ে, পর্ব্বত যদিও ওড়ে,
তবু মোর না নড়িবে পণ।
বল্ কোথায় উদয়?

পান্না। (সরোদনে স্বগত) নিরুপায়! আর পথ নাই!
পড়িলাম মর্ম্মভেদি উভয় সঙ্কটে।
এক দিকে রাজপুত্র—মিবারের রাজা—
আমার স্নেহের ধন;
অন্য দিকে মোর পুত্র—দীনহীন প্রজা—
আমার প্রাণের ধন।

বন। নীরব কি হেতু?

পান্না। (স্বগত) বিধাতা হে,

তুমিই দিয়েছ মোরে এ দুটি রতন,
বল এবে, কোন্‌টিরে রাখি ?—কোন্‌টি হারাই ?
নিজপুত্রে যদ্যপি বাঁচাই,
বাঁচিবে না চিতোরের ভবিষ্যৎ রাজা বালক উদয়,
এ রাক্ষস নিশ্চয় বধিবে তারে।
আর যদি উদয়ে বাঁচাই,
বাঁচিবে না প্রাণের নন্দন বালক চন্দন।

বন। বল্ বল্, বিলম্ব না সয়।

পান্না। (স্বগত) আজ হইব পাষাণী—
পাষাণে বাঁধিয়ে বুক—পাষাণে চাপিয়ে শোক,
পাষাণে চাপিয়ে প্রাণ—পাষাণে ঢাকিয়ে কান,
চন্দনেরে দিব বিসর্জ্জন।
ইচ্ছাময়! এ নহে আমার ইচ্ছা,
এ ইচ্ছা তোমার ;
মিবারের মঙ্গল কারণ
তব ইচ্ছা হউক পূরণ।

বন। পান্না, কেন বৃথা কাঁদিছ নীরবে ?

পান্না। হৃদয় দ্রবিতে তব।

বন। মায়াবিনি, ছাড়্ মায়া-ছলা।
শেষবার বলি,—বল্ কোথায় উদয় ?

পান্না। (চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পালঙ্ক-শায়িত চন্দনকে প্রদর্শন)

বন। ঐ ঐ ষড়যন্ত্রবীজ পর্য্যঙ্কে ঘুমায়!
ঘুমাইবে এবে অনন্ত নিদ্রায়। (চন্দনকে আক্রমণ)

চন্দন। (ভগ্ননিদ্র হইয়া যন্ত্রণায়) মা! মা!

পান্না। (উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে)

দোহাই তোমার!—পায়ে ধরি!—ভিক্ষা দাও—
রক্ষা কর—ভিক্ষা দাও। (মূর্চ্ছা)

বন। ভিক্ষা!—ভিক্ষা! নিমেষ অপেক্ষা।
এই করিনু নির্ম্মূল বিষ-ফুল!

(চন্দনকে ছোরাঘাতে হত্যাকরণ)

উৎপাটিনু প্রাণের কণ্টক!
নিভাইনু শ্মশান-অনল!
ঘুচাইনু দুশ্চিন্তার জ্বালা!
নে, ধাত্রি, নে ভিক্ষা নে—
জীবিত উদয় নয়—নির্জ্জীব উদয়!

(পান্নার সম্মুখে চন্দনের মৃতদেহনিক্ষেপ)

এইবার জগমল!

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—রাজপথ।

প্রহরিগণের প্রবেশ।

১ম প্র। (শশব্যস্তে) আজ কি চিতোরে যুগান্তর, না মহাপ্রলয়! নব রাণা বনবীর সাক্ষাৎ কৃতান্ত!

২য় প্র। চুপ কর ভাই, ও সব কথায় কাজ নেই। রাজা রাজড়ার কাণ্ডকারখানা—মনের ভাব—রাজ্যের লোভ—রাজ-

নীতি ভগবান মহাদেবই বুঝ্‌তে পারেন না, তা আমরা দু দশ-টাকার চাকর নফর কোন্ ছার!

১ম প্র। তা যাই বল, মাইনে খাই, মনিব যা বলে, তাই করি, কিন্তু তা ব'লে মনিবের এ রকম হত্যেকাণ্ড——

২য় প্র। (বাধা দিয়া) ফের ঐ কথা?

১ম প্র। আমি আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ল্‌চি।

২য় প্র। ফিস্ ফিস্ শব্দ হাওয়ার গলায় বিশগুণ জোর পায়, তা কি জান না? (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) চুপ্ চুপ্, ঐ বুঝি আস্‌চে।

বেগে বনবীরের প্রবেশ।

বন। কি সংবাদ?

১ম প্র। মহারাজ! জগমল রাও নিরুদ্দেশ।

বন। কি? নিরুদ্দেশ? মিথ্যা কথা! অবশ্যই তোরা উৎকোচের বশীভূত।

১ম প্র। আজ্ঞে না, মহারাণা, মিথ্যাবাদী নই, উৎকোচের বশীভূতও নই। আপনার পা ছুঁয়ে নিবেদন ক'চ্চি, জগমল রাও নিরুদ্দেশ।

বন। কি কারণে নিরুদ্দেশ?

১ম প্র। শুন্‌লুম, তাঁর ওপর তাঁর পিতা করমচাঁদ রাও বিরক্ত হয়ে, আজ সন্ধ্যের সময় পত্তর লিখে, দ্বারকাতীর্থে চ'লে গেচেন। জগমল রাও সেই পত্তর পেয়ে, মনের দুঃখে জয়সিংহ বালীয়, জৈমুসিন্দিল আর অন্য ক'জন সর্দ্দারকে নিয়ে, তাঁকে খুঁজতে গেচেন।

বন। কে ব'ল্লে ?

১ম প্র। জগমল রাওয়ের বাড়ীর লোক।

বন। (স্বগত) হ'তে পারে। পিতাপুত্রে সদ্ভাব নাই। কিন্তু আমার পক্ষে এ তো শুভ সংবাদ নয়। আমাকেও স্বয়ং এর সন্ধান নিতে হবে। (প্রকাশে)

শোন শোনো সুবিশ্বাসী প্রহরিমণ্ডলী !
আমার মিবাররাজ্য তোমা'সবাকার—
মোর অশ্বারোহী গজারোহী পদাতিক সৈন্য সবাকার—
মিবারের নরনারী প্রজাসবাকার।
অরাজক রাজ্যে আমি রাজা,
এ কেবল তোমাদের গুণে।
শপথ করিয়া বলি,—
তোমাদের মঙ্গলের তরে
তোমাদের বনবীর ত্যজিতেও পারে তুচ্ছ নিজের জীবন।
যাও এবে, আজ্ঞা মোর করহ পালন,
সর্দ্দারগণের গৃহ অগ্নিদাহে দহ,
কারাগারে রুদ্ধ কর তাদের আত্মীয়গণে,
তা'সবার ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করি, লহ সবে করিয়া বণ্টন।
তাহা ছাড়া, কালি প্রাতে রাজকোষ হ'তে
দিব সবে মহামূল্য পুরস্কার।
ধ'রে দেবে যারা নিরুদ্দিষ্ট সর্দ্দারগণেরে,
পাবে তারা অর্দ্ধ অংশ রাজভাণ্ডারের।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চিতোরের পশ্চিমপ্রান্ত—বেরীশ নদীর তীর।

উদয় ও সাগর বারী।

উদয়। কেন, বারী, তুই আমায় ফলের ঝোড়া কোরে, বেরীশ নদীর ধারে নিয়ে এলি ? বল্ তোর কি অভিপ্রায় ?

সাগর। রাজপুত্র, আমার অভিপ্রায় আপনার প্রাণরক্ষা।

উদয়। প্রাণরক্ষা, না প্রাণবধ ?

সাগর। ঈশ্বর সাক্ষী।

উদয়। ঈশ্বর সাক্ষী, তুই আমার প্রাণঘাতী।

সাগর। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি আপনার প্রাণরক্ষক।

উদয়। প্রবঞ্চনা—মিথ্যা কথা। তুই নিশ্চয় শত্রুদের কাছে ঘুষ খেয়ে, আমায় খুন ক'ত্তে হেথায় এনেচিস্।

সাগর। আপনাকে খুনের মুখ থেকে রক্ষে ক'ত্তে হেথায় এনেচি। যে রকম অবস্থা, আপনি বোল্লে বিশ্বেস ক'র্‌বেন না, কিন্তু খুনী আমি নই—খুনী বনবীর।

উদয়। (চমকিত ভাবে) অ্যাঁ ! সে কি ! খুনী বনবীর !

সাগর। আমি জান্তে পেরে, আপনার ধাই-মাকে খবর দি। তারি পরামর্শে আপনাকে ফলের ঝোড়ায় ঘুমন্ত তুলে, প্রহরীদের ভুলিয়ে এখানে পালিয়ে এসেচি।

উদয়। অ্যাঁ, বল কি সাগর ! ধাই-মা কোথা ? চন্দন কোথা ? চন্দন যে আমার কাছে এক সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। চন্দন কোথায় গেল ?

সাগর। আপনার ধাই-মা চন্দনকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

উদয়। কোথা?

সাগর। তা জানিনি, কিন্তু এইখানেই আস্‌বার কথা।

উদয়। আমার মন কেমন ক'চ্চে, আশঙ্কা হ'চ্চে। বারী, চল্ দুজনে এগিয়ে দেখি।

সাগর। শত্রুপুরী, ও দিকে যেতে নেই। এক্ষুণি আপনার ধাই-মা আস্‌বে।

উদয়। না, আস্‌বে না, বড় দেরি হ'চ্চে, চল্ এগিয়ে যাই। তুই আমায় এখানে কতক্ষণ এনেচিস্?

সাগর। প্রায় এক প্রহর।

উদয়। এক প্রহর! এত দেরি! তবে বোধ হয়, ধাই-মা বেঁচে নেই। সাগর রে, বনবীর সর্ব্বনাশ ক'রেচে। ধাই-মা! ধাই-মা! (রোদন)

সাগর। রাজকুমার, ভয় কি? আপনার ধাই-মা এক্ষুণি আস্‌বে, চন্দনও আস্‌বে।

উদয়। (সরোদনে) তুই থাক্, আমি যাই।

সাগর। (বাধা দিয়া) অন্ধকারে কোথায় যাবেন?

উদয়। ধাই-মাকে খুঁজে দেখি।

সাগর। আপনি কোথায় খুঁজে পাবেন?

উদয়। না, আমি যাই। ধাই-মা! ধাই-মা!

[বেগে প্রস্থান।

সাগর। কোনমতেই প্রবোধ মানে না। যাই ভুলিয়ে অন্য দিকে নিয়ে খানিক ঘুরে বেড়াই।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বেরীশ নদীতীরের অপরাংশ।

চন্দনের মৃতদেহ সম্মুখে রক্ষা করিয়া পান্না
উপবিষ্টা।

পান্না। (সরোদনে গীত)

যে উঠে তাপিত কোলে, মধুর বোলে মা বোলে,
ডাক্‌তো জুড়াতো তাপিত প্রাণ।
সে তো এই আমার কোলে, মধুর বোলে, মা বোলে,
ডাকে না, জুড়ায় না আকুল প্রাণ॥
(ওরে) ফুল-কলি, কোথা গেলি, মায়ে ফেলি রে,
পেতে জ্বালা, দিতে জ্বালা, এয়েছিলি রে;—
(আমার) সাধের বীণা, আর বাজে না,
আর গাহে না গান॥

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া,) জন্মের মত আমার সব ফুরুলো! আমার স্নেহের ধন, অঞ্চলের নিধি, রাক্ষসের হাতে তোর প্রাণ বিসর্জ্জন হয়েচে, এইবার রাক্ষসীর হাতে নদীর জলে, তোর দেহ বিসর্জ্জন হবে। উঃ, আমি কি পাষাণী! কি নিদারুণা! না না,—এ ভগবানের ইচ্ছা, তা নৈলে মা হ'য়ে কে কোথায় পুত্রঘাতিনী হয়? ভগবান্! আজ আমি পাপ সঞ্চয় ক'ল্লেম, না পুণ্য সঞ্চয় ক'ল্লেম? নিজের ছেলে বড়, না রাজার ছেলে বড়? চন্দন বড়, না উদয় বড়? প্রজা বড়, না

রাজা বড় ? আজ আমার শোকের নিশি, না সুখের নিশি ? আজ আমি দানবী, না মানবী ? আজ আমার সম্মুখে নরক, না স্বর্গ ? ধর্ম্ম, না অধর্ম্ম ? ইচ্ছাময় ! আজ আমার কর্ম্ম সকাম, না নিষ্কাম ? স্বার্থ, না নিস্বার্থ ? কিছুই বুঝিনি, বুঝ্‌তেও চাইনি, বুঝ্‌তে দিও-ও না। (অধোমুখে চিন্তা ও রোদন)

দূরে উদয় ও সাগর বারীর প্রবেশ।

উদয়। সাগর, এই দিকে ধাই-মার গলার সাড়া পেয়েচি, ধাই-মা কাঁদ্‌ছিল না ? (দেখিয়া) ঐ যে ধাই-মা ব'সে আছে। (নিকটে গিয়া) ধাই-মা, ধাই-মা, তুমি এসেচ ? চন্দন কই ? এই যে চন্দন ঘুমুচ্চে। মাটিতে কেন ? কোলে নে। আচ্ছা, আমি চন্দনের মাথা আমার কোলে তুলে বসি। (তদ্রূপ করণোদ্যোগ)

পান্না। (শশব্যস্তে বাধা দিয়া) না, বাবা, চন্দনের গায়ে হাত দিও না, ঘুম ভেঙে যাবে, ভয় পাবে, মাটির ছেলে মাটিতেই ঘুমুক।

উদয়। হ্যাঁ, মাটির ছেলে বই কি ? চন্দন আমার ভাই। (চন্দনের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি, চন্দনের কাপড় ভিজে কেন, ধাই-মা ? নদীর জলে প'ড়ে গিয়েছিল ? আমার জামা খুলে চন্দনের গায়ে পরিয়ে দি।

পান্না। (বাধা দিয়া) ওরে, কথা শোন্, ছুঁস্‌নি ছুঁস্‌নি।

উদয়। তুই বড় নিষ্ঠুর ! তুই রাক্ষুসী !

পান্না। (অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উচ্চরোদনে) ওরে, আমি তাই রে তাই। আমার মত রাক্ষুসী আর নেই।

উদয় রে, আমার চন্দন বেঁচে নেই! রাক্ষস বনবীর আমার বাছাকে খুন ক'রেচে, আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, রাক্ষুসীও তা দেক্তে পারে না, আমি দেখেছি, আমি রাক্ষুসীর চেয়েও নির্দ্দয়। উদয় রে! ও জল নয়, বাছার বুকের রক্তে কাপড় ভিজে গেচে। উদয় রে, আমার বুক ফেটে যাচ্চে। আয় আয়, আমার কোলে বোস্। এ জন্মে দুটি মুখে মা বলা আর শুন্‌তে পাব না। কোলে আয়।

উদয়। (অত্যন্তরোদনে) ধাই-মা, মা হয়ে ক'রেচিস্ কি! চন্দন নেই! চন্দন! চন্দন! ভাই চন্দন! (ভূতলে পতন)

পান্না। (শশব্যস্তে উদয়কে ক্রোড়ে তুলিয়া) বাছা রে, তোকে দেখে কোথায় আমার চোখের জল শুকুবে, না তোরই চোকে জল!

উদয়। ধাই-মা, আর যে তোর ছেলে নেই!

পান্না। আছে বই কি, বাবা। আমার স্নেহের লতায় দুটি কুঁড়ি ছিল, আজ থেকে একটি অকালে শুকিয়ে গেল,—আমার স্নেহের দুটি ধারা আজ থেকে একটি ধারায় মিশিয়ে গেল! এতদিন একবার চন্দনকে দেখ্‌তুম, একবার উদয়কে দেখতুম, আজ থেকে তোমাতেই উদয়-চন্দন দেখ্‌বো।

সাগর। (বিষাদে) পান্না! কে বলে তুমি রাক্ষসী? তুমি দেবী। কে বলে তুমি দারুণা? তুমি মূর্ত্তিমতী করুণা।

পান্না। সাগর! তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

সাগর। তোমার অলৌকিক কার্য্য দেখে, নিস্বার্থ কার্য্য দেখে, পবিত্র কার্য্য দেখে স্তম্ভিত হ'য়েচি।

পান্না। আর বিলম্ব ক'র না, আজকের নিশি কাল-নিশি।

এমন নিশি জগতে কখনও আসে নি, এমন ঘটনাও কখন ঘটে নি। সাগর, এই দেখ, আমার চাঁদ ডুবেচে, ঐ দেখ, আকাশে শুক তারা দেখা দিয়েচে; আর বেশী রাত্তির নেই। এখানে আর বিলম্ব করা ভাল নয়। পাষাণীর কথা শোনো, চন্দনের বুকে পাষাণ বেঁধে জন্মের মত নদীর জলে ডুবিয়ে দেও।

উদয়। না, ধাই-মা! আমি কখনই চন্দনকে জলে ফেল্‌তে দেবো না। (চন্দনের মৃতদেহ আবেষ্টন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর—রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার-সম্মুখ।

উন্মত্তবেশে শিকরবলের প্রবেশ।

শিকর। টাকা! টাকা! টাকা!
দুনিয়া অসার—সব ফাঁকা,
সার কেবল টাকা—টাকা—টাকা!
হাত্তোর টাকা!—দূর দূর, চাই না, চাই না।
এই এই—আরে এই যে টাকা!
(ভূতল হইতে কতকগুলা ভাঙা খোলা কুড়াইয়া)
বাহবা! টাকা খাঁটি! দূর, পোড়া মাটি!
(সরোদনে) অ্যাঁ! তবে টাকা নেই!
হুঁ হুঁ, আমার টাকা কে নিলে? কে নিলে?
খুজি খুজি নারি, যে পায় তারি,
খুজি খুজি নারি, যে পায়—এই ফটক নিয়েচে।
ওরে ও লম্বা চওড়া ফটক! দে আমার টাকা!
হুঁ হুঁ বাবা, অগ্নি নয়, লাখ লাখ টাকা!
ঝাঁকা ঝাঁকা লাখ লাখ টাকা!

(অট্টহাস্যে নাচিতে নাচিতে) ডুড্ডুম্ সা ডুম্ সা—
চচ্চড়াচড় ঝঝ্ঝড়াঝড়—ডুড্ডুম্ সা ডুম্ সা!

[নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

সিংহদ্বার দিয়া দুই জন প্রহরীর সিদ্ধির লোটা-হস্তে বহির্ভাগে আগমন।

১ম প্র। ভাই গিরধারিলাল, কাল রাত্রে কি ভয়ানক হত্যেকাণ্ডটা ঘ'ট্‌লো! উঃ, মহারাণা সঙ্গসিঙের বংশ এক্কেবারে নির্ব্বংশ হ'লো!

২য় প্র। থাক্, ভাই ধরমচাঁদ, ও সব কথায় কাজ নেই। আমরা পেটের জ্বালায় যখন যার খাই, তখন তারি গুণ গাই। এখন বনবীরসিং মেওয়ারের মহারাণা, তারি গুণ গাও, নিন্দে মন্দ ক'রো না, তার সে ছোরাখানার ধার এখনো ভোঁতা হয় নি, মনে থাকে যেন। এখন এস, দুজনে মিলে এক লোটা ভাঙ খাই, কাল সারা রাতটা জেগেচি, একটু আরাম পাই। ভাঙে চিনি বেশী দিয়েচো তো?

১ম প্র। হে রামজী!—চিনি দিতে একদম্ ভুলেচি।

২য় প্র। তবে লোটা রেখে দৌড়ে চিনি আন।

[লোটা রাখিয়া প্রথম প্রহরীর বেগে প্রস্থান।

(পার্শ্বভাগে লোটা রাখিয়া) ভারি ঝিমুনি আস্‌চে। বা, বেশ মিঠে হাওয়া। (হাই তোলন ও ঝিমন)

পশ্চাদ্ভাগে ধীরে ধীরে শিকরবলের পুনঃপ্রবেশ।

শিকর। (স্বগত) ভারি তেষ্টা। এই যে, এ ব্যাটার কাছে এক লোটা জল। (অলক্ষিত ভাবে ২য় প্রহরীর পশ্চাতে বসিয়া লোটা লইয়া, কতকটা সিদ্ধিপান করিয়া, মুখভঙ্গী সহ) ওয়াক্!—থু থু থু—ওয়াক্!

২য় প্র। (সহসা চম্‌কাইয়া উঠিয়া) আরে আরে! কে?—কে? লোটাচোর! ধর্ ধর্—এ ধরম্‌চাঁদ সিং—এ সিং, দৌড়্ দৌড়্, চোর চোর। (হস্তধারণ)

শিকর। আমি চোর? উহুঁ, তেষ্টার ঘোর।

২য় প্র। তুই চোর—গাধা!

শিকর। তবে তুই মোর দাদা।

বেগে প্রথম প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ।

(১ম প্রহরীকে দেখিয়া) বাঃ, এই যে আর এক দাদা! তুই দাদা, এক ভাই, হাতটা ছাড় ঘরে যাই। না, যাব না, টাকা চাই।

২য় প্র। এটা পাগল না কি?

শিকর। তুই ছাগল নাকি? (নাচিতে নাচিতে)

বম্ বম্ বম্, বাজাও বগল,
একটা মেড়া, একটা ছাগল।
বম্ বম্ বম্, বাজাও বগল,
একটা মেড়া, একটা ছাগল।

১ম প্র। পাগলাই বটে। লাভে হ'তে একটি লোটা ঘোঁটা সিদ্ধি মাটি কোল্লে। যা ব্যাটা পাগলা পালা!

শিকর। হুঁ, 'যা পালা' বই কি? টাকা চাই টাকা, টাকা। দে টাকা, দে টাকা। (নাচিতে নাচিতে) হায় রে টাকা! আয় রে টাকা! টাকা টাকা টাকা টাকা!

১ম প্র। এটাকে হাঁকিয়ে দাও তো হে।

শিকর। আগে দে টাকা, তবে সে হাঁকা। হায় রে টাকা! আয় রে টাকা! টাকা টাকা টাকা টাকা!

১ম প্র। ওরে পাগলা! কিসের টাকা?

শিকর। রাজা গড়ার মজুরি, ফাঁকি দিলেন হুজুরী।

বনবীরের প্রবেশ।

প্রহরিদ্বয়। জয় মহারাণা চিতোরপতির জয়! (অভিবাদন)

শিকর। আমি তা কিন্তু ব'ল্‌বো না। টাকা চাই, টাকা।

১ম প্র। চোপ্।

শিকর। তুই চোপ্।

১ম প্র। ফের? চোপ্ র্যাও।

শিকর। চোপ্ র্যাও।

বন। কে এ?

শিকর। ঐ যা—বেশ—সব ভোঁ ভাঁ! টাকা টাকা!

বন। টাকা?

শিকর। এক আধটা নয়, হুঁ হুঁ, লাখ লাখ টাকা।

বন। এ কি উন্মত্ত?

শিকর। উহুঁ, সোমত্ত।

বন। প্রহরিন্! এ লোকটা কি বলে?

শিকর। ঝাঁকা ঝাঁকা টাকা বলে। বাহবা, গোল গোল চাকা, লাখ্ লাখ্ টাকা। এই দরওয়ান্, আন্ ঝাঁকা, তোল্ টাকা। ভয় কি? ফটকের ফাটালে সাক্ষেৎ কল্পতরু! হে কল্পতরু মহারাণাজী! দাও টাকা, এই হাত পেতেচি।

বন। (স্বগত) কথায় কথায় কেবল ব'ল্‌চে টাকা। বোধ হয়, এ লোকটা টাকার শোকে পাগল হয়েচে। (প্রকাশে) কেন তুমি আমার নিকট টাকা চাচ্চ?

শিকর। রাজা গড়ার মজুরি।

বন। তুমি কি রাজা গড়?

শিকর। টাকায় রাজা গড়ে, টাকায় দুনিয়া গড়ে, মুল্লুক গড়ে, মানুষ গড়ে, জান্‌ওয়ার গড়ে, রাজা গড়ে, রাজার মা গড়ে, রাজার মা'র ফাঁকি গড়ে, লোভ গড়ে, ক্ষোভ গড়ে। ফুস্ মন্তর—টাকা ঐ যায় উড়ে। (নৃত্য)

বন। ভয়ঙ্কর উন্মত্ত। তোমার নাম কি?

শিকর। নাম কাকে বলে? আমার নাম নেই, আমি সেই।

বন। সেই কে?

শিকর। সেই যে সেই। দূর হোক্ গে ছাই, মনে আস্‌চে না—সেই যে সেই—সেই ভবানীমন্দির—সেই যে আমি সেই—সেই যে সেই যোগী—রাজা গড়ার মজুরি টাকা—রাজার মা শীতলসেনী ঠাকুরোণ্ টাকা—গড়া রাজা বনবীর বাহাদুর টাকা—আমি সেই শিকরবল যোগী টাকা! হা টাকা যো. টাকা! (নৃত্য)

বন। (সবিস্ময়ে স্বগত) তবে কি এই উন্মত্ত সেই যোগী!

একে এই উন্মত্তের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল বেশে চিন্‌তে পারিনি? কি সর্ব্বনাশ! কি জটিল রহস্য! এ প্রকৃত যোগী নয়? ব'ল্‌চে শিকরবল। কে শিকরবল? সে দিন তো আদৌ পাগলের লক্ষণ ছিল না, আজ ভয়ঙ্কর পাগল। আমার মা'র নাম ক'চ্চে, টাকা চাচ্চে। রাজা গড়া কি? আমার মনে দারুণ সন্দেহ হ'চ্চে। এ রহস্যের অন্তস্তল ভেদ করা চাই, কিন্তু রহস্য অতি জটিল। (প্রকাশে) প্রহরিন্! তোমরা এ লোকটার অঙ্গবস্ত্র আর শিরোবস্ত্র উল্টে পাল্টে দেখ দিকি।

শিকর। ও রে, হায় রে কলিকাল, সাধকে বলে চোর। খবরদার, চৌকিদার, কাপড় ছুঁয়ো না ব'ল্‌চি।

১ম প্র। চোপ্।

শিকর। চোপ্। (প্রহরিদ্বয়কর্ত্তৃক বস্ত্রপরীক্ষা ও নানাবিধ ফুল, পাতা ও এক খণ্ড লিখিত কাগজ বাহিরকরণ) মহারাজ! লুট তরাজ—অরাজক রাজ্য—টাকা টাকা টাকা!

বন। দেখি দেখি কাগজখানা। (লইয়া স্বগত পাঠ) "শ্রীশ্রীশিব সহায়। মহারাণা বনবীর সিংহের মাতা শীতলসেনী কর্ত্তৃক স্বীকৃত পুরস্কারের ফর্দ্দ।" (ভাবিয়া) কিসের পুরস্কার! মা কাকে পুরস্কার দেবেন স্বীকার ক'রেছিলেন? এ ব্যক্তি কে? কেন? এ তো নিজ মুখেই স্বীকার ক'ল্লে সেই ভবানীমন্দিরে ছদ্মবেশে যোগী সেজেছিল। তবে এ আমায় যে সকল ভবিষ্যৎ ছবির কুহক দেখিয়েছিল, সকলি তো মিথ্যা। এই জটিল রহস্য-ভেদ! উঃ, আমার গর্ভধারিণী জননী এই চক্রান্তের মূল, মা হয়ে আমায় ভ্রাতৃঘাতী ক'ল্লেন! (প্রকাশে) প্রহরিগণ! তিষ্ঠ এই স্থলে। শিকরবল! আমার সঙ্গে এস।

শিকর। হুঁ, খুব যাব। ফর্দ্দ—লম্বা ফর্দ্দ—টাকা টাকা।

[বনবীর ও শিকরবলের প্রস্থান।

১ম। ও ভাই করমচাঁদ, আবার কি নতুন হাঙ্গামা? এতো যে সে পাগলা নয় দেখ্‌চি। ও কিসের ফর্দ্দ? কি পুরস্কার?

২য়। আমি তো এর কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি। আবার রাণা বাহাদুর নিজে সঙ্গে ক'রে ওকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

১ম। রকম সকম তত সুবিধে বোধ হ'চ্চে না। আমাদের অত কথায় কাজ নেই। রাজার চক্র, রাণীর চক্র, এ সব কিছু বক্র গোছের। আমরা সোজাসুজি বুঝি, ব'ল্‌লেন সিংদরজায় তিষ্ঠ, তিষ্ঠি।

২য় প্র। চল, ঐ দেওয়ালের ছাওয়ায় ব'সে, এই ফাঁক-তালে আর এক লোটা ভাঙ ঘুঁটে নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজান্তঃপুর।

শীতলসেনী।

শীতল। কে বলে রে অতি তুচ্ছ নারী-বুদ্ধিবল?
দেখুক সে কত কূট নারীর কৌশল।
বিক্রম উদয় মোর কণ্টক নিশ্চয়,
হল সে কণ্টক দূর।
এবে পুত্র মোর বনবীর নিষ্কণ্টক রাজা,

আমি নিষ্কণ্টক রাজমাতা,
নিষ্কণ্টক চিতোরের রাজসিংহাসন,
নিষ্কণ্টক বিশাল মিবার।
নিষ্কণ্টকে পাছে বা কণ্টক ফোটে,
তেঁই আমি বধিনু শিকরবলে
সবিষ মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া।
এ মোর চাতুরী শুধু জানিত শিকরবল,
ঘুচিয়াছে সে কণ্টকো মোর।
কালকুট বই কূটকার্য্য না হয় সাধন।
অনেক দিনের আশা হইল পূরণ,
এবে আমি রাজমাতা।
ইষ্টদেব রুদ্রে আজি পূজিব ঘটায়।

বনবীরের প্রবেশ।

এস, বৎস! মম সনে, মাতা পুত্রে মিলি
পূজি আজি ত্রিশূলীরে স্বর্ণ-বিল্বদলে।

বন। ভস্ম হব রুদ্র-কোপানলে।

শীতল। এ কি কহ, বনবীর!

বন। তিষ্ঠ, মাতা, ক্ষণকাল।

[বেগে প্রস্থান

শীতল। আনন্দের দিনে মোর আনন্দের ধন
আনন্দনন্দন কেন হেন কথা কহে!

শিকরবলের সহিত বনবীরের পুনঃপ্রবেশ।

বন। মা! এ লোকটাকে চেনো কি তুমি?

শীতল। (সভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ সেই শিকরবল যে! এ মরে নি!—অমন তীব্র বিষে মরেনি!—এখনো বেঁচে আছে!

বন। কি হেতু নীরবে মাতা? বল, চেন কি ইহারে?

শীতল। (আত্মভাব গোপন করিয়া) না, চিনি নি।

বন। সত্য বল।

শীতল। সত্যই ব'লচি, চিনি নি।

শিকর। ও চিনি নি—মিছরি নি না, এ সব নিয়ে কাজ নেই; কাজ হ'চ্চে নিয়ে টাকা টাকা টাকা। জাল চিঠি যেন তুমি আপনি যোগাড় ক'রে পাঠিয়েছিলে, কিন্তু সন্ন্যেসী সেজে গোণাগুণিতে তো শিকরবল, তার মজুরি এই মজুরি, রাজা গড়ার মজুরি।

শীতল। (সরোষে) আমার সম্মুখ থেকে দুর হ, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক!

শিকর। রাজা গড়ার মজুরি? হাঁ হাঁ, আরবী ঘোড়া মায় দানা ঘাস?

শীতল। ফের কোন কথা ক'বি তো ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবো। দূর হ, দূর হ।

শিকর। কাজে কাজেই। জোর যার মুল্লুক তার। হায় রে টাকা! হায় রে টাকা! হায় রে টাকা!

[প্রস্থান।

শীতল। বৎস! কি জঞ্জাল আনিলে প্রভাতে?
উন্মাদে কি আনে হেথা?

কি কবে তোমারে তব নব প্রজাগণ ?
রাজা তুমি—আমি রাজমাতা,
পাগলের সঙ্গ তব কভু ভাল নয়।
এস, বৎস, যাই শিবালয়ে। (অগ্রসরণ)

বন। কোথা যাব ? শিবালয়ে ?
জিজ্ঞাসি, জননি, বল,—
আছে কি গো তোমার আমার
অধিকার আর পূজিবারে মহেশ্বরে ?
ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত এ হস্ত আমার
আর কি পারিবে
হরশিরে ঢালিবারে বারি ?
মহাপাপ করিয়া কল্পনা,
জল্পনা করিলে তার যেই রসনায়,
হর-আরাধনা কভু শোভে না তো তায়।
কি পিশাচ আশ্রয়, মা, করিল তোমায় ?
ডুবিলে নরকে নিজে, ডুবালে আমায়।
উচ্চাশার ক্রতদাস আমি পাপাশয়,
ক্ষণমাত্র না বিচারি
বিশ্বাস করিনু তব কপট লিখনে ;
অন্ধ হয়ে নারিনু ভেদিতে
যোগিবেশী ভণ্ডের শঠতা।
ছি ছি, মমতারে নিষ্পেষিয়া,
সুষুপ্ত শিশুরে, আহা, করিনু বিনাশ !
ছত্রশালী অগ্রজেরে করিনু সংহার !

ছি ছি, নরকের মলা মাখি এই পাপ করে
অনন্ত নরকে স্থান করিনু অর্জ্জন।
যা—যা রে উচ্চাশা! তোরে করি পদাঘাত।
ভ্রাতৃঘাতী তরে নহে রাজসিংহাসন;
নাহিকো শাস্ত্রেতে হেন প্রায়শ্চিত্ত-বিধি,
চিত্তের শমতা হয় যাহে হেন পাপে।
আত্মঘাতী হ'তে হয় ভয়,
ভীষণ নরক-ছায়া সম্মুখে উদয়!
চ'লে যাই, নিয়ে যায় যেথায় ললাট।
নিদারুণ ক্লেশে, বসি বনবাসে,
নির্ব্বাসনে অনশনে যদি যায় প্রাণ।
দেখি যদি পারি ক্ষণ ভুলিবারে
দেহনির্যাতনে প্রাণের যন্ত্রণা।
পিশাচের প্ররোচনে
"রাজমাতা—রাজমাতা" হব বলি
কাল সাধ ধরিলে হৃদয়ে,
পাপীর সহায়ে হয়েছে পাপের জয়,
মরিয়াছে বিক্রম উদয়।
এবে, পার যদি সুখে কর রাজ্যভোগ
হয়ে পুত্রহীন রাজমাতা!
পরিপূর্ণ হৃদি মোর পাপ-হলাহলে,
ধরিবারে মাতৃনিন্দা-পাপ নাহি আর স্থান
গর্ভে করেছ ধারণ, শৈশবে পালন,
আমি কি বলিব তোমা?

যে যাহার কর্ম্মফল করিবে বহন।
যাই যাই, কলুষিত পাপীর জননি!
বিদায় জন্মের মত,
হ'তে পারে নরকে মিলন।

[বেগে প্রস্থান

শীতল। বনবীর! বনবীর!

[বেগে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

চিতোর—রাজান্তঃপুরস্থ পথ।

পুষ্পপাত্রহস্তে জনৈকা পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। আজ বড় ঘটা—শিবপূজোর বড় ঘটা,—রাজার মা'র মানৎ পূজো—ভারি ধূম।

পুথিহস্তে জনৈক পূজারী ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

পূজারী। (তোৎলা উচ্চারণে সহাস্যে) এ—এ—এই যে পা—পা—পা—পার্ব্বতী দাই এ—এ—এখানে। আ—আ—আমি তো—তোমায় চো—চো—চো—চোদ্দ ভু—উ—উ—বন অ—অন্বেষণ ক—ক—ক—চ্ছি।

পরি। (সহাস্যে) আমিও বেলা হ'লো দেখে, তোমায় খুঁজে হাল্লাক হ'চ্ছিলুম। কোথাও দেখ্‌তে না পেয়ে ভাব্‌ছিলুম, যমের বাড়ী তোমার খবর নিতে লোক পাঠাই।

পূজারী। (সহাস্যে) য—য—যমের বাড়ী কি লো—লো লোক পা—আ—ঠালে চ—চ—লে, তু—তুমি নি—নি—নিজে গে—গেলেই ভা—আ—ভাল হ'তো।

পরি। বা রসিক-চূড়োমণি! (হাস্য)

পূজারী। ম—ম—রি মরি, তো—তো—তোমার হা—আসি ব—ব—বড় ভা—আ—আল বা—বা—সি। আ—আ—হা, কি—কিবে দন্ত, যে—যেন খই, কি—কি—কিবে হা—হা—সি, যে—যেন দই। ই—ইচ্ছে হয়, এ—এক সঙ্গে ঐ খ—খই দ—দই চো—চো—চোট্‌কে ফ—ফ—ফ—ফলার করি।

পরি। এ খই যে জিবে ফুট্‌বে।

পূজারী। বে—বেশ তো, খু—খুব র—র—রস্ ছুটবে।

পরি। আচ্ছা এখন তোমার খৈ দৈ রস কস্ রাখ। শীগ্‌গির রাজপুরুত ঠাকুরকে নিয়ে, চানাহ্নিক সেরে স্বরে এস। আমি নৈবিদ্যি সাজাই গে।

পূজারী। আর ফু—ফু—ফুল বি—বিল্বিপত্র?

পরি। (সাজী দেখাইয়া) এই যে।

পূজারী। বে—বেল—পা—পাতার র—রঙে আর তো—ও—মার রঙে এক, চি—চি—চিন্‌তে পা—পারি নি,

পরি। তোমার চোক দুটোরো মাথা খেয়েচো

পূজারী। আ—আমি আ—আ—আমার চো—চোক দু—উ—টোর মা—মাথা খা—খাই নি, তো—তোমার অ—অ—অপরূপ রূ—উ—পটোই আ—আ—মার চো—চোকের মা—মাথা খেয়েচে।

পরি। বটে! এমন! তবে আজ তোমার চোকে লঙ্কা পুড়িয়ে কাজল দেবো, ছানী কেটে যাবে।

পূজারী। ছা—ছা—নীর স—অঙ্গে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যানাও যাবে!

পরি। একলা দাঁড়িয়ে ছানী ছ্যানা ন্যাকাপোনা কর। আমার আঠারখানা কাজ, যাই।

[প্রস্থান।

পূজারী। য—যত্র কায়া ত—তত্র ছায়া, য—যত্র তুমি ত—তত্র আ—আমি। এ—এই হ—হই প—প—পশ্চাদ্‌গামী।

[প্রস্থান।

শীতলসেনীর প্রবেশ।

শীতল। (অত্যন্তহতাশভগ্নচিত্তে)

ছি ছি ছি ছি, কি হ'তে কি হ'ল!
বড় সাধে ঘটিল বিষাদ,
বিষম প্রমাদ সঙ্ঘটন!
নিজ ফাঁদে নিজেই পড়িনু ধরা!
শিকরবলেরে বিষাক্ত মিষ্টান্ন নাহি দিয়া,
দিলাম ধুতুরা-বীজ,
তেঁই তার না হ'ল মরণ,
বিপরীতে দেখা দিল উন্মাদ-লক্ষণ।
গূঢ় অভিসন্ধি মোর হইল প্রকাশ,
হতাশ হতাশ!—হইনু হতাশ!

পুত্র মোর আর না দেখিবে মুখ,
দারুণ ভৎর্সনাভাষে বিদ্ধিয়াছে প্রাণ।
কলঙ্ক রটিবে দেশে দেশে,
চিতোরের নর নারী দিবে টিট্‌কারি।
পুত্র না করিবে প্রতীকার,
সে বড় অসহ্য জ্বালা;
তার চেয়ে মরণ মঙ্গল মোর।
(বস্ত্রমধ্য হইতে বিষমোড়ক বাহির করিয়া)—
এই সেই হলাহল,
আমার ভ্রমের ফল,
শেষ ফল ফলুক ইহায়।
মরে নি শিকরবল,
আমিই মরিব এই গরল-ভক্ষণে।
হেথা নয়,
যাই সেই ভবানীমন্দিরে।
এক জন উন্মত্ত হইল সেথা,
এক জন মরিয়া সেথায়, জুড়াক্ সকল ব্যথা।
ধিক্ মোর "রাজমাতা" সাধে! ধিক্ ধিক্! শত ধিক্!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অরবল্লী পর্ব্বত।

পান্না ও সাগর বারীর হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। আর যে পা চলে না, ধাই-মা! বড় কষ্ট হ'চ্চে, জ্বরে গা ট'ল্‌চে, মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্চে, আবার বড় শীত ক'চ্চে, এই খানে শুই। (শিলাতলে শয়ন)

পান্না। বাছা রে, পাথরের ওপর শুস্ নি, গায়ে ব্যথা হবে, আমার কোলে শো। (ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া) ইস্, গা যে বড় গরম।

উদয়। (পান্নার ক্রোড়ে বসিয়া) গা যত গরম হ'চ্চে, শীত তত বেশী হ'চ্চে। উঃ, বড্ড শীত, গায়ে কি দেবো, ধাই-মা?

পান্না। তাই তো, বাছা, মোটা কাপড়, চোপড়, লেপ টেপ কোথা পাই? আমার আঁচলে কি এ দারুণ শীত ভাঙ্‌বে? (উদয়ের গাত্রে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল আচ্ছাদন)

উদয়। তবু যে শীত যায় না, ধাই-মা?

পান্না। তাই তো, কি করি? সাগর, সাগর, তোমার গায়ের চাদরখানা যদি——

সাগর। এই নেও, এই নেও। (পান্নাকর্ত্তৃক চাদরগ্রহণ ও উদয়ের শরীরে আচ্ছাদন)

উদয়। ধাই-মা! আমার জন্যে তোমার কত কষ্ট,

সাগরের কত কষ্ট। যদি বাঁচি, তবে তোমাদের কষ্ট ঘুচুবো, আর যদি মরি, তবে কষ্ট আরো বাড়াবো। আমি আর বাঁচ্‌বো, ধাই-মা ?

পান্না। ষেঠের বাছা, বালাই বালাই, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে ? ভয় কি, বাবা ? কার জ্বর জ্বালা হয় না ? কখন তো এমন বিপদে পড়ও নি, এমন কষ্টও পাও নি। এ জ্বর ভয়ের জ্বর নয়, অনেক পথ হেঁটেচ, তাই শ্রমজ্বর হয়েচে। আর হাঁট্‌তে হবে না, ভগবানের কৃপায় এই অরবল্লী পর্ব্বতে আশ্রয় পাব। এ পর্ব্বতের ভীলরাজ মাণ্ডলিক আর ভীল-সর্দ্দাররা তোমার বাপকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা ক'ত্তো, এ সঙ্কট কালে তারা অবশ্যই তোমায় রক্ষা ক'র্‌বে।

উদয়। আমার কপাল বড় মন্দ, কেউই আশ্রয় দেবে না। এই দেখ না, আমায় নিয়ে পালিয়ে এসে, তুমি কত দেশে, কত নগরে, কত রাজা, কত সর্দ্দারের সন্নিধানে গেলে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত বনবীরের ভয়ে কেউই আশ্রয় দিলে না, দেবেও না। এই জ্বরে আমি ম'লেই ভাল, আর আমার আশ্রয়ের জন্যে তোকে ধড়ফড় ক'ত্তে হবে না, আমাকেও তোর জন্যে ভাব্‌তে হবে না।

পান্না। কেন, বাবা, হতাশ হ'চ্চ ? নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান, তিনি যখন তোমায় ঘাতকের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, তখন তিনিই আবার আশ্রয় দেবেন। তুমি জ্বর-গায়ে আর বেশী কথা কয়ো না, আমার কোলে ঘুমোও। ভীলরাজ সদলে শিকারে গেচে, ফিরে এলেই তোমার আশ্রয়ের উপায় হবে।

উদয়। গলা শুকুচ্চে, বড় তেষ্টা পাচ্চে, একটু জল দাও।

পান্না। সাগর, দৌড়ে যাও, সেই ঝরণা থেকে এই মাটির ভাঁড় ভোরে এক ভাঁড় জল আন।

[ভাঁড় লইয়া সাগরের প্রস্থান।

উদয়। ধাই-মা!

পান্না। কি, বাবা?

উদয়। কিছু না। (নীরবে রোদন)

পান্না। ওরে, এ কি! কাঁদ্‌চিস্‌? একটুখানি থাম্‌ বাবা। এখনি সাগর জল আন্‌বে।

উদয়। দাদা! দাদা! তোমায় কি আর দেক্তে পাব না? তুমি কারাগারে কত কষ্ট পাচ্চ, তার ওপর আবার আমায় দেক্তে পাচ্চ না, রাক্ষস বনবীর তোমায় আমার হত্যা-সংবাদ দিয়েচে, সে সংবাদে তুমি না জানি যন্ত্রণার ওপর আরও কি বিষম যন্ত্রণা পাচ্চ। হয় তো আমার শোকে তুমি প্রাণে বেঁচে নেই। দাদা, দাদা, আমি যে জীবিত, তা তুমি কি ক'রে জান্‌বে? যার মরণ সত্য ভেবে, হয় তো তোমার মরণ হ'য়েচে, সে তো মরে নি, সে বেঁচে আছে—এই দুর্গম পর্ব্বতে তোমার শোকে কাঁদ্‌বার জন্যে বেঁচে আছে। ধাই-মা, ধাই-মা, কেন সে রাত্রে তুমি চন্দনকে নিয়ে, রাজবাড়ী ছেড়ে পালালে না? তা হ'লে তোমাকেও ছেলের শোক সইতে হ'তো না, আমাকেও দাদার জন্যে কাঁদ্‌তে হ'তো না, বনবীর আমায় হত্যে ক'র্ত্তো, সব যন্ত্রণা মিটে যেতো।

পান্না। উদয়, রাক্ষসের গল্প শুন্‌বি ?

উদয়। কার ? বনবীরের ?

পান্না। আবার সেই কথা। আচ্ছা, রাক্ষসের গল্প শুনে কাজ নেই, বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্প শোন্।

উদয়। (বুঝিতে পারিয়া) ও, বুঝেচি, গল্প বোলে আমায় ভুলুবি ? না আমি শুন্‌বো না।

ভাণ্ডপূর্ণ জল লইয়া সাগর বারীর পুনঃপ্রবেশ।

জল এনেচ, সাগর ? দাও দাও। (ভাণ্ড ধরিয়া জলপান)

পান্না। (সরোদনে) নির্দ্দয় বনবীর! একবার দেখে যাও, দেখে যাও, রাজার ছেলের কি দশা ক'রেচ, একবার দেখে যাও। যে উদয় স্বর্ণপাত্রেও দুর্গন্ধ বোলে জল খেত না, সে উদয় আজ মাটির ভাঁড়ে জল খাচ্চে !

সাগর। না না, বনবীর! একবার দেখে যাও, দেখে যাও, যে কাঙালিনীর জীবনরতন চন্দনকে হত্যা কোরে, রাক্ষসের ন্যায় রক্ত-পিপাসা মিটিয়েচো, সেই স্বর্গের দেবী আজ নিজ পুত্র-শোক ভুলে, আমার রাজকুমারকে বুকে ক'রে ব'সে আছে। পান্না যে সে ধাত্রী নয়, স্বয়ং জগদ্ধাত্রী।

উদয়। ধাই-মা, বড় তেষ্টা।

পান্না। বাবা, জ্বরগায়ে বেশী জল খেয়ো না, একটু খাও।

উদয়। ধাই-মা, এখানে বড় এলো মেলো বাতাস, আমায় নিয়ে ঐ গুহার ভেতর চল। সাগর, আমার হাত ধর।

[উদয়কে লইয়া ধীরে ধীরে উভয়ের প্রস্থান।

নিহত মৃগাদি পশুস্কন্ধে ভীল-সর্দ্দারগণ ও ভীল-বালকগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।

সকলে। (চিত্রনৃত্যসহ মৌলিক ভীল-সঙ্গীত)

"আগেরে সালো মারী রমতী গাডী আবে।
মাটোরে ফরুড়ে মারী রমতী গাডী আবে॥
দাণরে স্থকাবো মারী রমতী গাডী আবে।
সালোরে ভিসাভিস্ মারী রমতী গাডী আবে॥"*

ভীলরাজ মাণ্ডলিকের সহিত পান্নার পুনঃপ্রবেশ।

পান্না। ভীলরাজ, তোমায় সমস্ত বিপদের কথা একটি একটি ক'রে ব'ল্‌লেম, আর আমার কিছুই বল্‌বার নেই, এখন কেবল তোমার আশ্রয়প্রার্থনা। রাজার ছেলে আজ পথের ভিখিরী, আশ্রয়ের প্রার্থী, জীবনের কাঙাল।

মাণ্ড। (ভাবিয়া) পান্না দাই, হামি ইথন্ শোচ কর্‌তিছি,

---

* এই গীতপঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ের অর্থ এই ;—

অগ্রে চল, তিনি আমার সহিত আসিতেছেন।
রাত্রি তিনটার সময় তিনি আমার সহিত আসিতেছেন॥
কর দাও, পথ দাও, তিনি আমার সহিত আসিতেছেন।
পথের মাঝখান দিয়া তিনি আমার সহিত আসিতেছেন॥

এই মৌলিক (Original) গীতাংশটি জয়পুর এজেন্সির অস্ত্রচিকিৎসক এফ্, এচ্, হেণ্ডলি (F. H. Hendley) সাহেবের "মিবার ভীলদিগের বিবরণ" (An account of the Maiwar Bhils.) নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ই ঠাঁঞি রাজার বিটাকে সুখ সুবিস্তা হুবে নেই। না ভালা কাপড়া মিল্‌বোঁ, না ভালা মিঠাই মিলবোঁ, না ভালা ঘর তুয়ার মিলবোঁ, ফের রাজার বিটা বিমার, বড্ডা মুস্কিল। তুহুঁ হামার একঠো শলা শুন্, কমলমেরু যা। উ ঠাঁঞি বুঢ়া আশা শা জৈন্ আসে, ওহার বড্ডা দয়া, ওহি আশ্রা দিবে।

পান্না। তা বেশ কথা, কিন্তু আর যে আমার উদয় হাঁটতে পারে না, তায় আবার ভয়ানক জ্বর।

মাণ্ড। ওহার ডর কি? হামরা সব্বি তোহাদের সাথ যাবুঁ। রাজার বিটা ডোলী চড়ি যাবন্। (দুইজন ভীলের প্রতি) আরি রি শুন্ রি শুন্, ধাঁই যা হামার ডোলী লা। (আর একজন ভীলের প্রতি) তুহুঁ যা. রাজার বিটাকুঁ ই ঠাঁঞি লা।

[আদিষ্ট ভীলগণের প্রস্থান।

পান্না। ভীলরাজ, এ সঙ্কটে বড় উপকার ক'ল্লে। যদি ভগবান দিন দেন, তবে উদয় আমার কৃতজ্ঞতার সহিত এর পরিশোধ ক'র্‌বে? তুমিও তো বরাবর আশা শাহের বাড়ী পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবে?

ডুলী লইয়া ভীলগণের পুনঃপ্রবেশ।

মাণ্ড। হাঁ হাঁ, যাবুঁ যাবুঁ। ই পহাড় বড্ডা বেখুড়, হামরা সব্বি তোহাদের সাথ যাবুঁ।

উদয়, সাগর বারী ও আদিষ্ট ভীলের পুনঃপ্রবেশ।

আহাহা, ইমন্ সোনার ছেলিয়া—রাজার ছেলিয়া, ডাকুঁ বন্‌বীর এহার ইমন্ হাল কিয়েসে! (উদয়ের হস্তধারণ করিয়া) রাজার বিটা, এহি ডোলী অন্দর বৈঠো, বাবা, বৈঠো।

উদয়। ধাই-মা, আমায় নিয়ে কোথায় যাবে ?

পান্না। কমলমীরে তোমাদের অধীন শাসনকর্ত্তা বৃদ্ধ আশা শাহের আশ্রয়ে।

উদয়। আচ্ছা।

ভীলগণ। (চিত্রনৃত্যসহ গীত)

ধাং ধুং ধাং, ধাং ধুং ধাং মাদল বাজেঁা।
ডুলিয়া মেঁ উঠা লে ছেলিয়া রাজেঁা॥
বম্ কেদারেঁা, বম্ কেদারেঁা,
জয় জয় জয় রাজকুঙারেঁা,
চল্ চল্ চল্ ভীল হাজারেঁা, বাজন গাজেঁা॥
থেই থেই থেই নাচোঁ রি,
তীর ধনুকা খিচোঁ রি,
ডর নেহি কুছোঁ রি, মুদ্গর ভাঁজেঁা॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্যপ্রদেশ।

বনবীর নিদ্রিত।

তরুশাখাখণ্ডহস্তে শিকরবলের প্রবেশ।

শিকরবল। বোঁ বন্ বন্ বন্ বন্ বন্, বোঁ বন্ বন্ বন্ বন্ বন্, বন্ বন্ বন্ বন্ বোঁ বোঁ বোঁ ঘোর মাথা ঘোর; ঘোরে বন্ বন্ কুমোরের চাক্, হাঁড়ি গড়ে লাখ লাখ; আমার মাথা বন্ বন্ ঘোরে, লাখ লাখ লাখ লাখ টাকা গড়ে। খালি গোড়চে, খালি গোড়চে, মুণ্ডভাণ্ডে আর ধরে না, টাকা সব রাখি কোথায়? উঃ (মাথা নাড়িয়া) আওয়াজ শুন্‌চো, ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্। তখন জীব দে গোড়েচি রাজা, এখন মাথা দে গ'ড়্‌চি টাকা। ক্যা কারিকুরি! ক্যা কারিকুরি! এখন এত টাকা রাখি কোথায়? ঘর নেই, দোর নেই, বাড়ী নেই, রাজা নেই, রাজ্যি নেই, খালি মাথাভরা টাকা, এখন রাখি কোথায়? এই মাথা, একটু থাম্, আর ঘুরিস নি, একটু কাজ বন্ধ কর্। আগে দাঁড়া, একটা গুদোম টুদোম দেখি, যা গ'ড়েচিস্, তা রাখি। তবু ঘোরে, তবু ঘোরে। বাবা! রাজার

মা'র হাতের পাক, এ কি সোজায় থামে? আচ্ছা, ঘোর্ ঘোর্। এইখান্টা খুঁড়ে কতকগুলো টাকা গাড়্চি রোস্। (গাছের ডাল দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাথা নাড়িয়া) ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ, ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ! কি মিঠে আওয়াজ! খালি আওয়াজ, টাকার দেখা নেই। বেশ বেশ, আদেখা টাকা চোরে নেবে না। পড়্ পড়্—ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ! ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ!

বন। (বিকট চীৎকারে উত্থিত হইয়া) গেলুম গেলুম গেলুম, রক্ষা কর, রক্ষা কর!

শিকর। (শশব্যস্তে) চোর আস্চে, চোর আস্চে, লুকো লুকো, চুপ্ চুপ্।

বন। কই, না কিছু না, আঃ আঃ আঃ, ঘুমুলেই ওই, ঘুমুলেই ওই, এত মনে করি ঘুমুবো না, তবু অলক্ষেতে ঘুম এসে পড়ে। নরকের ভয়ে ম'র্তে চাই না, কিন্তু জীবন্তেও তো স্বপ্নের নরকসদৃশী বিভীষিকা হ'তে নিষ্কৃতি পাই না। খালি রক্তমাখা মূর্ত্তি! খালি রক্তমাখা মূর্ত্তি! নাম ক'ত্তে সাহস হয় না—সেই দুই মূর্ত্তি! ক্ষত্রিয়-ক্ষেত্রে, ক্ষত্রিয়-বীজে আমার জন্ম, হৃদয়ে অসীম সাহস, বাহুতে ভীম পরাক্রম, শরীরধারী কোন প্রাণীর সম্মুখেই আমার ভয় হয় না, কিন্তু সেই দুই অশরীরী মূর্ত্তি কি ভীষণভাবে আমায় তাড়না করে!

শিকর। তাগ্চো তাগ্চো, চুরি কোর্বে চুরি কোর্বে, আমি ঠিক লুকিয়ে ব'সে আছি, দেখ্তে পাবার যো কি?

বন। ওখানে ও কি মূর্ত্তি! এখনও কি ঘুমের ঘোর! এখনও কি স্বপ্নের বিভীষিকা! না না আমি তো জাগ্রত! এই

বন, এই বৃক্ষ, ঐ পর্ব্বত, ঐ নির্ঝর, তবে কি মূর্ত্তি ও? কে ওখানে? কথা কও না যে? কে ওখানে?

শিকর। কেউ না।

বন। কেউ না? (অগ্রসর হইয়া) তুমি কে? এখানে এমন ভাবে কেন?

শিকর। ওহে বাপু চোর! তুমি কি পাগল হ'য়েচো? দেখ্‌তে পাচ্চ না, এখানে কেউ নেই—আমিও নেই?

বন। এ কি? পাগল না কি? অমন ক'রে র'য়েচ কেন? মুখ তোলো, চোখ চাও, তোমার কোনও অনিষ্ট ক'রবো না।

শিকর। বাঃ বাঃ, বড় মজা, চোখ চাই আর তুমি আমায় দেখে ফেল। ঠেকে শিখেচি, ঠেকে শিখেচি, বুঝেচ, চোর-মশাই! তোমার ও চোরের বুদ্ধি আর আমার কাছে খাট্‌চে না, দেখা দিচ্চিনে। বাবা, ঢের ঢের বুদ্ধি দেখেচি, কিন্তু রাজার মা শীতলসেনীর বুদ্ধির পাকে এবার ঠেকে শিখেচি।

বন। অ্যাঁ, এ কি! আমার মা'র নাম! ক্রমে কি জাগ্রতে স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম? এও কি প্রেতমূর্ত্তি! হোক্‌ প্রেত, যা হয় দেখ্‌বো। কে তুমি এখানে আমায় ভয় দেখাচ্চ?

(হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

শিকর। (ভয়ে) চুরি কোল্লে, লুটে নিলে, খুন কোল্লে, ও প্রহরী—ও সিপাই—সিপাই!

বন। ভয় নেই, আমা হ'তে তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না। এ বিজন বন-পথে তুমি কি ক'চ্ছিলে?

শিকর। বাবা চোর! যখন দেখে ফেলেচ, তখন একটা রফা সফা কর। তোমায় হাতে তুলে কিছু দিচ্চি—ধর, (মাথা

নাড়িয়া) ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ! ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ! দেখ্‌চো কি, এ টাকা দেখ্‌বার যো নেই, খালি আওয়াজ, খালি আওয়াজ।

বন। দেখ্‌চি উন্মাদই বটে। কে তুমি?

শিকর। আমি—আমি। আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না?

বন। না।

শিকর। আমি চলন্ত টাকশাল। দেখ্‌তে পাচ্চ না, মাথা বন্ বন্ বন্ বন্ ঘূচ্চে, লাখ লাখ টাকা গ'ড়চে?

বন। তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি যে রাজার-মা'র নাম ক'ল্লে, তাঁকে চেন?

শিকর। কে? শীতলসেনী? খুব চিনি, খুব চিনি, তিনি একজন তিনি, আমায় দিয়ে রাজা গড়িয়ে নিয়ে, টেনি পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। মজুরির বেলায় নগদের দফা অষ্ট-রম্ভা, মাথায় দিলেন টাঁকশাল বসিয়ে। এখন বন্ বন্ ঘূচ্চে, খালি টাকা গ'ড়চে, মাথায় আর ধরে না, এখন রাখি কোথায়, রাখি কোথায়?

বন। সে কি! সে কি! তুমি কি শিকরবল?

শিকর। ওই যা বল, বল বুদ্ধি ভরসা, বিশ পেরুলেই ফরসা, বিশ—ত্রিশ—পঞ্চাশ—হাজার—লাখ লাখ টাকা।

বন। শিকরবল! আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না?

শিকর। খুব চিনেচি, তুমি ঘাগী চোর, দাগী চোর, চোরের রাজা—

মন চুরি, প্রাণ চুরি আর চুরি টাকা,
কত চুরি কর তুমি, আরে মেরি বাঁকা। (উচ্চহাস্য)

বন। উন্মাদ! এ তোর প্রলাপ নয়, আমি চোরই বটে; শুধু চোর নয়, হত্যাকারী; ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত ক'রে তস্করবৃত্তি সাধন ক'রেচি।

শিকর। ও বাবা, রক্ত! রক্তের ভয়ে যে দেশ ছেড়েচি। দেশে ভারি রক্ত, বুড়োর রক্ত, ছেলের রক্ত! রক্ত দেখে আমি পালিয়েচি, শীতলসেনী পালিয়েচে, বনবীর পালিয়েচে।

বন। কি কি, মা শীতলসেনী? কোথায় তিনি?

শিকর। ধর্‌বার যো নেই, ধর্‌বার যো নেই, বহুৎ দূর, বহুৎ দূর, এক্কেবারে যমের বাড়ী, আমায় টাকা দেবার ভয়ে, এক্কেবারে যমের বাড়ী গিয়ে লুকিয়েচে।

বন। ওঃ! মা তবে ইহজগতের যন্ত্রণা হ'তে অবসর পেয়েচেন। আমার কি হবে, আমার কি হবে? এই অসি এখনি তু আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারে। (কোষ হইতে অসি উন্মোচন-চেষ্টা)

শিকর। (অতিভয়ে) ও বাবা চোর, ও কি ও! তরোয়াল নাড় কেন? আমায় কাট্‌বে না কি? না না, কেটো না, কেটো না, কল খারাপ হ'য়ে যাবে, টাঁকশাল ভেঙে যাবে, টাঁকশাল ভেঙে যাবে।

[বেগে প্রস্থান।

বন। উন্মাদের বাক্য কি সত্য?—সম্ভব। দুর্ব্বল নারী-হৃদয় যন্ত্রণার কত ভার সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে? পাপের জ্বালা হ'তে পরিত্রাণ পেতে মা আমার মৃত্যুর কবলে পলায়ন ক'রেচেন। মনে ক'র্‌লে আমিও তো পারি। এই অসি আমার কণ্ঠকে

আলিঙ্গন ক'র্‌তে পারে, ঐ লতাগুচ্ছসাহায্যে উদ্বন্ধন, ঐ পর্ব্বত-শিখর হ'তে ঝম্পপ্রদান, ঐ খর-প্রবাহিনী স্রোতস্বতীতে নিমজ্জন,—যমরাজ্যের সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ দ্বার উন্মুক্ত। মরি কি না মরি ? মরি কি না মরি ? ম'লেই ত সব ফুরিয়ে যাবে ! এই জাগ্রদবস্থায় জ্বালাময়ী আত্মগ্লানি, নিদ্রায় স্বপ্নের প্রেতময়ী বিভীষিকা, স্মৃতির কঠোর বিষাক্ত কুঠারাঘাত, কিছু ত আর সহ্য ক'র্‌তে হবে না। ম'লেই ভাল, ম'লেই ভাল, ম'লেই ত সব ফুরিয়ে যাবে ; কিন্তু তা কি যাবে ? যাবে কি ? সেখানে গেলে যদি সেই চিরনিদ্রায়, যদি সেই কালনিদ্রায় স্বপ্নের অধিকার থাকে, তা হ'লে—ওঃ বাপ্‌ রে, বাপ্‌ রে, বাপ্‌ রে, সে নিদ্রার আর জাগরণ নাই—সে স্বপ্নের আর শেষ নাই—সে চিরনিদ্রায় কেবল বিভীষিকাময় স্বপ্ন ! সে স্বপ্ন ভাঙে না, ভাঙে না, আমি ম'র্‌তে পার্‌বো না—পার্‌বো না—পার্‌বো না।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলমেরু—আশা শার বাটীসংলগ্ন-বৃক্ষ-বাটিকা

উদয়।

উদয় ভাল ভাল, আছি ভাল !
নাহি চিন্তা,
নাহিক জঞ্জালজাল,

আহার শয়ন—আহার শয়ন—
ধাই-মার অঞ্চলধারণ!
রাজার কুমার, ভাল আচরণ মোর!
পরগৃহে বাস, পর-অন্নদাস,
আশা শার ভ্রাতার তনয়—বেশ পরিচয়!
পিতৃরাজ্য উদ্ধারের পন্থা
ভ্রান্তিতেও নাহি ভাবি কভু।
সিংহশিশু হ'য়ে, বনবীর-ভয়ে
আছি লুকাইয়ে শৃগালের প্রায়।
কত দিন—কত দিন যাবে হেন ভাবে?
এ আঁধারে রব কত দিন?
বনবীর-অত্যাচারে
কষ্টময় কারাগারে অগ্রজ আমার,
নাহি জানি, এত দিন আছে কি জীবিত?
কত মনে করি
হেথা হ'তে যাই পলাইয়ে;
পশি ছদ্মবেশে
নিজ চক্ষে দেখি গিয়ে চিতোরের দশা।
কিন্তু, ধাই-মার স্নেহের বন্ধন
নাহি পারি ছিন্ন করিবারে।
আহা, পালনকারিণী, জীবনদায়িনী,
জননী অধিক মম,
আপন সন্তানে দিয়ে কৃতান্তের করে
বাঁচায়েছে মোরে।

না দেখে আমায়, পাগলের প্রায়
হবে পুত্রহারা উন্মাদিনী;
সেই ভয়ে না পারি যাইতে।
কিন্তু কত দিন?
রাজপুত্র হয়ে, কত দিন রব পরগৃহে?
কিছুই না লাগে ভাল,
শান্তি নাহি পাই কোন ঠাঁই।
যাই সেই নির্জ্জন পর্ব্বতে;
বসিয়ে নিভৃতে, ডাকি দীননাথে।
করিয়াছি আত্মসমর্পণ ঈশ্বর-চরণে,
হবে—যা আছে তাঁহার মনে।

[প্রস্থান

পান্না, করমচাঁদ রাও, জগমল রাও, জয়সিংহ
বালীয়, জৈমুসিন্দিল ও অন্যান্য
সর্দ্দারগণের প্রবেশ।

করম। ধন্য ধন্য, এ জগতে যে আত্মবিসর্জ্জনে পরোপকার ক'ত্তে পারে, সেই ধন্য! পান্না তুমিই ধন্য! আত্মবিসর্জ্জন! এরূপ আত্মবিসর্জ্জন কখনও কা'রও শ্রুতিগোচর হয় নি। রাজপুত ব'লে গর্ব্ব করি, বীর-উপাধি-ধারণে অহঙ্কার আছে, স্বদেশের জন্য, রাজার জন্য নিজের প্রাণ দিতেও সঙ্কুচিত নই, কিন্তু রাজবংশধরের রক্ষার জন্য, একমাত্র নিজপুত্রকে অম্লানবদনে ঘাতকের খড়্গমুখে প্রদান! হৃদয়ের এ বীরত্ব,

এ মহত্ব, এ স্বার্থশূন্যতা, মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, দেবকুলেও দুর্লভ।

জৈমু। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! এ পৃথিবী ভগবানের আশ্চর্য্য লীলাক্ষেত্র। এই পৃথিবীই নরক, এই পৃথিবীই স্বর্গ! বনবীরের ন্যায় পিশাচের বাসও এইখানে, আবার পান্নার ন্যায় করুণাময়ী পবিত্র প্রতিমারও উদয় এইখানে।

জগ। পিতৃবাক্য অবহেলা ক'রে কি নির্ব্বুদ্ধিতার কাজই ক'রেচি, কি আত্মগ্লানিই সহ্য ক'রেচি। যদি না পিতৃদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে, আশ্বাসিত হ'তেম, তাঁর ক্ষমালাভ না ক'ত্তেম, তা হ'লে, বোধ হয়, এত দিন আত্মহত্যা ক'ত্তেম।

করম। পান্না! বিক্রমজিতের হত্যা আর তোমাদের নিরুদ্দেশের কথা শুনে অবধি আমি নানাস্থান অন্বেষণ ক'রেছি, জনরবে এও শুনেছিলেম যে, সেই পিশাচ কুমার উদয়কেও হত্যা ক'রেছে, কিন্তু কে যেন আমার মনকে ব'লে দিত, পান্না যদি জীবিত থাকে, তবে কুমারও নিরাপদে আছেন।

পান্না। এখানেও যে, কুমারের জন্যে আশ্রয় পাব, তারও আশা ছিল না। আশা শার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের অনুরোধে ভ্রাতুষ্পুত্র পরিচয়ে, কুমারকে গোপনে আশ্রয় দিয়েছেন। আমার উদয় যে, পিতৃসিংহাসনে ব'স্‌বে, সে আশা নেই। রাজবংশে জন্ম, স্বভাব কোথায় যাবে? বাছা আমায় চিতোরের কত কথাই জিজ্ঞাসা করে, আমি ভয়ে কোন কথা শোনাই না। এক একবার একাই বনবীরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'ত্তে যেতে উদ্যত হয়, আবার আমার চক্ষে জল দেখ্‌লে শান্ত হয়। বীরগণ! শোকে, তাপে, অত্যাচারের ভয়ে, আমার আর উচ্চ আশা

নেই। এখন আমার উদয় বেঁচে থাক্‌লেই ভাল, আর সিংহাসনে কাজ নেই।

জগ। পান্না পান্না! আর শঙ্কা ক'রো না, আর আমাদের অবিশ্বাস ক'রো না। ঈশ্বর-সাক্ষ্য—প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি, হয় বনবীরকে সমুচিত শাস্তি প্রদান ক'রে, উদয়সিংহকে চিতোরের সিংহাসনে বসাবো, নয় এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো।

করম। পান্না! আর শঙ্কা ক'রো না, ঝালোরের যে সর্দ্দার অখিল রাওয়ের কথা ব'ল্‌ছিলেম, যাঁর কাছে সন্ধান পেয়ে, আমরা এখানে কুমারের অন্বেষণে এসেচি, তিনি উদয়সিংহকে আপনার কন্যাদানে সমুৎসুক। তা হ'লে চিতোর উদ্ধারের জন্য, তিনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য ক'র্‌বেন। মেওয়ারের অন্যান্য সর্দ্দারমণ্ডলী ও রাজবৃন্দ আমাদের বিশেষ সহায়তা ক'রবেন। এখন চল, কোথায় কুমার দেখি, তার পর আশাশার নিকট বিদায় নিয়ে চিতোরযাত্রা ক'রবো।

পান্না। বনবীরেব সংবাদ কি?

জৈমু। আপাততঃ তার কোন উদ্দেশ নেই। কেউ কেউ বলে, পাপিষ্ঠ অনুতাপে প্রাণবিসর্জ্জন ক'রেছে, কেউ বা বলে, বনবাসী হ'য়েছে।

জয়। না না, আমার তা বিশ্বাস হয় না, নিশ্চয়ই তার কোন দুরভিসন্ধি আছে। খুব সম্ভব, কুমারের প্রাণ সংহারের জন্য, পাপিষ্ঠ গোপনে গোপনে সন্ধান নিচ্চে।

জৈমু। কই, পান্না! কুমার কোথায়?

পান্না। এখানে ত ছিল, কই এখন তো এখানে নেই, তবে বোধ হয়, সেই নির্জ্জনপর্ব্বতপ্রদেশে গিয়ে ব'সে আছে।

করম। এসো, পান্না! কোথায় সেই পর্ব্বতপ্রদেশ? কুমারকে দেখবার জন্য প্রাণ বড় আকুল হ'য়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলমেরুর নিকটস্থ পর্ব্বত।

শৈলগাত্রসংলগ্ন শিলাপট্টে উদয় উপবিষ্ট।

উদয়। আহা!
নীরবে গম্ভীর গিরি
তুলি শির বিশাল আকাশে,
বিভুর ধেয়ানে নিমগন।
গিরিচূড়ে স্তরে স্তরে
নানা রঙে খেলে মেঘমালা,
বিরাট মস্তকে যেন বিরাট মুকুট।
পর্ব্বতীয় বনে আপনার মনে
কি এক সুধার তান
ছাড়িয়া গাহিছে গান বিহঙ্গমকুল।
বহে বায়ু ভূধর উপরে, ভূধর-গহ্বরে,
কি এক অস্ফুট রব তায়
জনমিয়া আকাশে গড়ায়।
আহা, বড়ই অপূর্ব্ব স্থান!

স্বর্গের সুন্দর ছায়া ছবি
নিত্য বিরাজিত হেথা।
তেঁই জুড়াইতে ব্যথা
আসি হেথা বার বার।
ধৈর্য্যের আধার শান্তির আগার গিরি
শান্তি শিক্ষা দেয় মোরে।
ধরা ছাড়ি স্বত ধায় মন বিভুর চরণে।

(গীত)

আশা! হৃদে আশা তুল না,
চরণে ধরিয়ে, তোরে বারে বারে বলি,
আলেয়া জ্বালিয়ে, কেন ভুলাও বল না?
খেলি লুকোচুরি, প্রাণে মেরে ছুরি,
তবু চাতুরী তোর গেল না;—
সহে নিরাশা, সহে না রে মিছে ছলনা।
শান্তি-নিকেতন, হের ভ্রান্ত মন,
আশা খেলাতে আর ভুল না,—
বিভু-পদ-ছায়ে, প্রাণ, চল না চল না॥

দূরে বনবীরের প্রবেশ।

বন। অসহ্য, অসহ্য, অসহ্য! মানুষে আর এ হ'তে অধিক সহ্য ক'র্‌তে পারে না। মানুষ কি? কে কোথায় আর এ

অপেক্ষা যাতনা সহ্য ক'রে স্থির থাকতে পারে? গিরি! তুমি আমায় অধীর দেখে, দুর্ব্বল মানুষ ব'লে, উপহাস ক'চ্চ? সহিষ্ণুতার অহঙ্কারে মস্তক উন্নত কোরে র'য়েছো, ধৈর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত হ'য়েছো? তোমার বড় অহঙ্কার, তুমি দামিনী নিয়ে খেলা কর, বুক পেতে বজ্র ধর, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবন, ভূকম্পনে তোমার দৃক্‌পাত নেই, কিন্তু বল দিকি, তুমি কি কখনো তোমার গর্ভধারিণী বসুমতীকে পাপিয়সী মনে ক'রে, হৃদয় দগ্ধ ক'রেচ? কখন কি কারাগারে শৃঙ্খলিত ভ্রাতাকে হত্যা ক'রেচ? কখন কি তামসী নিশিতে সুষুপ্ত শিশুর কণ্ঠে ছুরিকাঘাত ক'রেচ? তাদের শোণিত কি চিরকালের জন্য তোমার হস্তকে কলঙ্কিত ক'রেচে? তাদের বিভীষিকাময়ী প্রেত-মূর্ত্তি কি তোমায় নিশিদিন ভীতি প্রদর্শন করে? বল দিকি, তোমার কি বাঁচতেও ভয় হয়, মর্‌তেও ভয় হয়?

উদয়। এ কি! কে এখানে বিকৃত স্বরে বিলাপ ক'চ্চে? আবার কে এ শান্তি-নিকেতনে মনের জ্বালা জানাতে এসেছে?

বন। ঐ ঐ ঐ সেই মূর্ত্তি! কোথায় লুকুবো? কোন্ দিকে যাব? চোখ বুজ্‌লেও সেই বিভীষিকা! চোখ চাইলেও সেই বিভীষিকা! যাও যাও, দুজনে স'রে যাও, তোমরা পলমাত্র মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য ক'রেচ বৈ তো নয়, আমি তা অপেক্ষা বিস্তর যন্ত্রণা-ভোগ ক'রেচি, ক'চ্চি। তবু আসে! তবু আসে! দাঁড়া! দাঁড়া! স'রে যাবিনে? স'রে যাবিনে? নিষ্ঠুর প্রেত! জীয়ন্তে তোদের কিছু ক'রতে পাচ্চিনে। আমি ম'র্‌বো—ম'র্‌বো—ম'র্‌বো, ম'রে প্রেত হয়ে, তোদের সঙ্গে প্রেতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! এ জীবন্ত যাতনা অপেক্ষা নরক

কি এমন ভীষণতর? নরক কেমন স্থান? সেথায় কি হয়? ম'লে কি হয়? পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এত লোক ম'র্‌চে, কিন্তু কেউ তো ফিরে এসে বলে না,—ম'লে কি হয়? বাঁচি কি মরি? বাঁচি কি মরি? আর যে সংশয় সহ্য হয় না। ওহো, আমার বাঁচ্‌তেও ভয় হয়, ম'র্‌তেও ভয় হয়।

উদয়। (স্বগত) কে এ? স্বর যেন চিনি—চিনি—যেন চিনি। ঐ যে, ও কে ও? উন্মাদের ন্যায় আকার, উন্মাদ-দৃষ্টি —কিন্তু মুখ যেন চিনি—যেন চিনি। হ্যাঁ, না, তা কি হ'তে পারে? হ্যাঁ, তাই। এ কি! বনবীর? না—না!

বন। (স্বগত) অ্যাঁ অ্যাঁ, আবার এ কি মূর্ত্তি? সেই প্রসারিত করে ছিন্নমুণ্ডধরা শোণিতাক্তকবন্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, নন্দনবিচ্যুত পারিজাতের ন্যায় এ আবার কি মূর্ত্তিতে উদয় উদয়! আহা, এ যে সেই স্নেহভরা ম্লান বদন। (প্রকাশে) উদয়, উদয়! ও মুখ লুকো, লুকো, তোর সেই ভীষণ মুখ দেখা; বরঞ্চ সে ভাল। এ মলিন বদন বুকের ভেতর সহস্র বিষের বাতি জ্বেলে দিচ্চে।

উদয়। কে তুমি? তুমি কি বনবীর?

বন। (স্বগত) সেই স্বর! জীবন্তের সেই কণ্ঠস্বর! সেই মূর্ত্তি, সেই কণ্ঠস্বর! ম'লে তবে পরিবর্ত্তন কি? (প্রকাশে) ছায়া! তুমি কথা কইতে পার? এত দিন তবে আমার সঙ্গে কথা কও নি কেন? আমায় ব'ল্‌তে পার, পরলোক কেমন? পাপীরা সেথায় কোথায় থাকে? তুমি ত স্বর্গে থাক, নরকের সংবাদ কিছু রাখ কি? পাপের জ্বালা এখানে বেশী, না সেখানে বেশী?

উদয়। (স্বগত) এ কি! এ তো উন্মাদের ভাব! যথার্থ প্রলাপ, না প্রতারণা? আমি বেঁচে আছি, সন্ধান পেয়ে কি ছলনা ক'রে, কোন দুরভিসন্ধি সাধন ক'র্‌তে এসেচে?

বন। চুপ ক'র্‌লে কেন? চুপ ক'র্‌লে কেন? তোমার রক্ত পান ক'রেচি, তোমার অগ্রজের রক্ত পান ক'রেচি, যথেষ্ট যাতনা পাচ্চি; আর সয় না, প্রাণ আর রাখ্‌তে পারিনে, তাই তোমায় পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।

উদয়। (শোক-রোদনে) কি! দাদাকে হত্যা! দাদা নেই, দাদা নেই! দাদা! দাদা! (মূর্চ্ছা)

বন। (স্বগত) এ কি! ছায়া নয়! ছায়া নয়! ছায়া, কি কায়া? না, এই যে কায়া, ভ্রম নয়, ভ্রম নয়, তবে ত উদয় বেঁচে; কেমন ক'রে বেঁচে, কেমন ক'রে বেঁচে! এ মুখ তো জীবন্ত উদয়কে দেখাতে পার্‌বো না। নরক যেমন হোক্, যাই হোক্, আত্মহত্যাই উপায়। (অসি উন্মোচন)

করমচাঁদ রাও, জগমল রাও, জয়সিংহ বালীয়, জৈমুসিন্দিল ও অন্যান্য সর্দ্দার-গণের বেগে প্রবেশ।

জগ। ঐ না ঐ না কুমার প'ড়ে! কে রে দস্যু?

বন। (অসিনিক্ষেপ করিয়া) যে হও, আমায় বধ কর, বধ কর, আত্মহত্যার পাপ হ'তে রক্ষা কর।

জয়। এ কি! সেই পাপিষ্ঠ বনবীর না?

সক। সেই তো—সেই তো।

জগ। বিশ্বাসঘাতক! নরঘাতক! আজ তোর পাপ-জীবনের শেষ দিন। (অসিপ্রহারচেষ্টা)

করম। (বাধা দিয়া) জগমল! ক্ষান্ত হও, সকলে ক্ষান্ত হও। বনবীর! এততেও কি তোমার তৃষ্ণা মেটে নি? শেষে এখানে এসে এই শিশু কুমারকে হত্যা ক'র্‌লে!

বেগে পান্নার প্রবেশ।

পান্না। (সরোদনে) সে কি! সে কি! কুমারকে হত্যে! বাছা রে, বাছা রে! এত ক'রেও তোকে বাঁচাতে পাল্লেম না, তোর দুঃখিনী ধাই-মা কি তোকে যমের মুখে দেবার জন্যে এখানে এনেছিল! আমার অঞ্চলের ধন মাটিতে প'ড়ে! আর যে দেক্তে পারি নি। ওগো, তোমরা কেউ দয়া ক'রে তোমাদের শাণিত অসি আমার বুকে বসিয়ে দাও।

উদয়। (প্রবুদ্ধ হইয়া) দাদা! দাদা!

সকলে। কুমার জীবিত, কুমার জীবিত।

পান্না। বাবা, বাবা উদয়, আবার কথা কও।

উদয়। ধাই-মা! ধাই-মা!

জগ। জগদীশ্বর সত্য, ধর্ম্ম সত্য। দেখ্, পাপিষ্ঠ! তোর দুরভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি; কিন্তু তা ব'লে তোর নিষ্কৃতি নেই, আমার এই অসি অনেক দিন অবধি তোর রক্তপানের জন্য লালায়িত।

বন। কেন তবে এখনও তার পিপাসা পরিতৃপ্ত ক'চ্চো না? এখনি আমায় বধ কর। আজ আমি উদয়কে হত্যা ক'র্‌তে আসিনি ব'লে, তোমাদের ক্ষমার অধিকারী নই, উদয় যে জীবিত আছে, তাও আমি জান্‌তেম না। আমার ধারণা ছিল যে, উদয়ের রক্তে আমি অনেক দিন স্নান ক'রেছি, বিক্রম উদয়ের প্রেতমূর্ত্তি

আজ সাত বৎসর আমায় তাড়না ক'চ্চে! জীবন্তে যে যাতনা সহ্য ক'চ্চি, যমালয়ে কখনও তদপেক্ষা অধিক যাতনা নেই। জগমল, জয়সিংহ, জৈমুসিন্দিল, সর্দ্দারগণ! কেন তোমাদের অসি নিশ্চেষ্ট? আমার শোণিতস্পর্শে তোমাদের পবিত্র অসি কি কলঙ্কিত হবে আশঙ্কা ক'চ্চো?

করম। বনবীর! তোমার ভাব দেখে বোধ হ'চ্চে, তুমি নিজকৃত অপরাধের যথেষ্ট ফল পেয়েছ। লোভ, মোহ, দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা, রাজদ্রোহিতা, নরহত্যা, জ্ঞাতি-হত্যা যে, মহাপাতক ব'লে তোমার উপলব্ধি হয়েছে, এই যথেষ্ট। যদি পরকালের ভয় হয়ে থাকে, তবে এখনি বিদায় হও। কোন পবিত্র তীর্থে গিয়ে, অনবরত অনুতাপের অশ্রুবারি বিসর্জ্জন ক'রে, হৃদয়ের মলা ধৌত কর; করুণার আধার, ক্ষমার নিদান, পাপীর ভগবান তোমায় শান্তি দেবেন।

বন। মহাভাগ! আমার আবার শান্তির আশা! যা হোক্, আপনার উপদেশ প্রতিপালন ক'রবো। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। উদয়, পার যদি ক্ষমা কর।

উদয়। বনবীর!—দাদা! আমি তোমায় কি ক্ষমা ক'র্‌ব? ক্ষমা কর্‌বার অধিকারী সেই জগদীশ্বর। তবে পৃথিবীতে যদি তোমায় কারুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'ত্তে হয়, সে পান্নার কাছে। নিজের নয়ন-মণি চন্দনের প্রাণ দিয়ে, ধাই-মা আমার প্রাণরক্ষা ক'রেচে।

বন। (অতিবিস্ময়ে) পান্না! পান্না!

পান্না। ভগবানের মনে যা ছিল, তাই হয়েচে, তুমিই বা কে? আমিই বা কে?

করম। কুমার উদয়সিংহ! আজ আমরা এই কমলমেরু-গিরিতটে সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারমণ্ডলী মিলিত হ'য়ে, আপনাকে মেওয়ারের সিংহাসনে অভিষেক ক'চ্চি। মহারাণা! আজ হ'তে আপনি আমাদের রাজা, আমরা আপনার প্রজা। জয় মহারাণা উদয়সিংহের জয়! (উদয়সিংহের সম্মুখে সকলের তরবারীরক্ষা ও তৎকর্ত্তৃক তরবারীস্পর্শ)

সর্দ্দারগণ। (পুনর্ব্বার স্ব স্ব তরবারী গ্রহণ করিয়া অভিবাদনসহ)

জয় মিবারেশ্বর মহারাণা উদয়সিংহের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত